পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

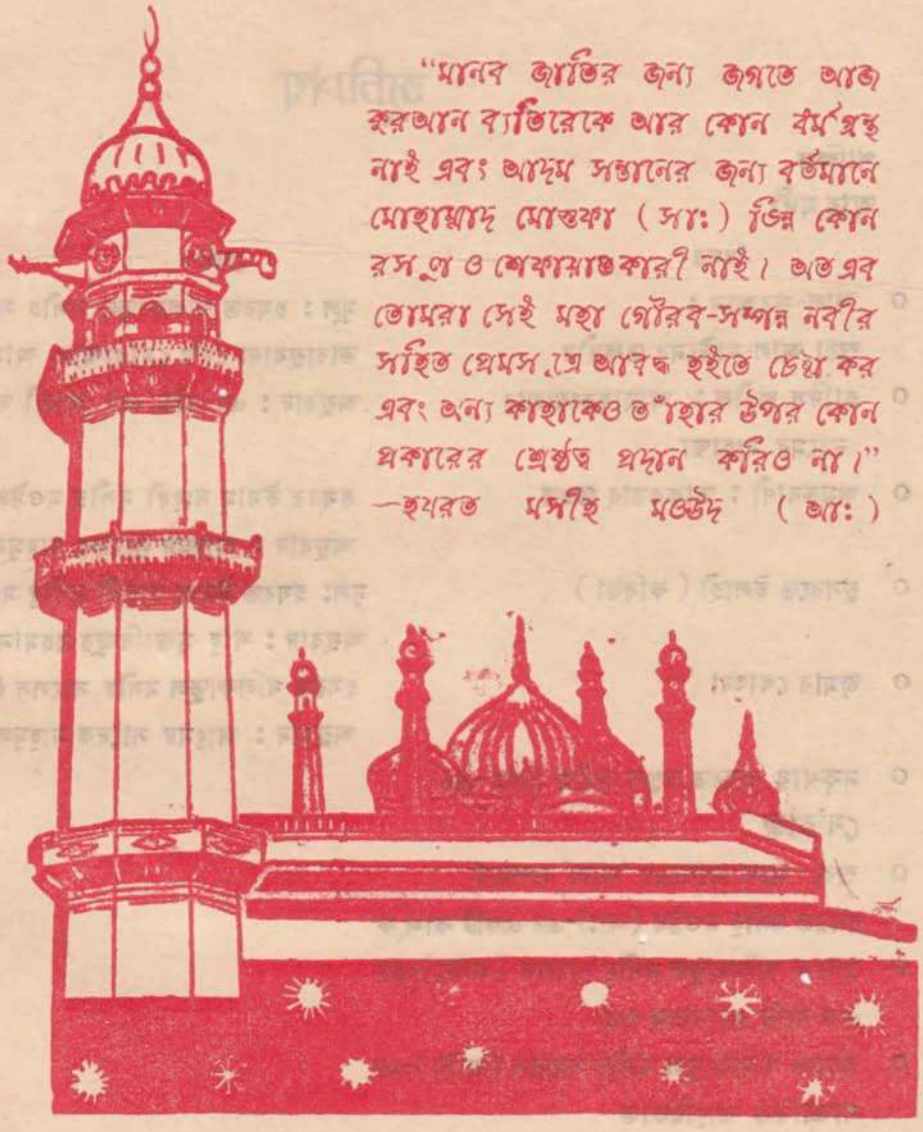

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।"
—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৬ই আষাঢ় ১৩৮৩ বাংলা : ৩০শে জুন ১৯৭৬ ইং : ২রা রজব ১৩৯৬ হিঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩০ শ বর্ষ
আহ্‌মদী ৪র্থ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
০ আল-কুরআন : সুরা আল-মাউনের তফসীর	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) ভাবানুবাদঃ মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃআঃআঃ	১
০ হাদিস শরীফ : আল্লাহ্‌তায়ালার নামের মাহাত্ম্য	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	১২
০ অমৃতবাণী : তাকওয়ার গুরুত্ব	হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৩
০ মুসরতে ইলাহী (কবিতা)	মূলঃ হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) অনুবাদ : শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান	১৪
০ জুমার খোৎবা	হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৫
০ নক্‌শায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মে'রাজ		২৩
০ সুরা আল আসরের 'কাল' সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর একটি কাশ্‌ফ		২৪
০ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর এক খানি মোবারক পত্র		২৪
০ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক তাহ্‌রিকাত		২৫
০ নারায়ণগঞ্জ জামাতে 'ইয়াওমে-ওয়ালেদাইন' উদ্‌যাপিত		২৬
০ সংবাদ—টাইফুন : ঝন্‌ঝা : ভূমিকম্পঃ ভূমিধ্বস : যুদ্ধ		২৭
০ বিভিন্ন জামাতে খেদমতে-দীন		২৯

بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্য্যায়ের ৩০শ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা

১৬ই আষাঢ়, ১৩৮৩ বাং : ৩০শে জুন, ১৯৭৬ ইং : ৩০শে ইহ্‌সান, ১৩৫৫ হিজরী শামসী

তফসীরুল কুরআন

সুরা আল্-মাউন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মূল : হযরত মুসলেহ্ মওউদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ);
ভাবানুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর বাঃ আঃ আঃ।

دين দীন শব্দের আর এক অর্থ হইল ورع অর্থাৎ সন্দেহজনক, অপছন্দনীয়, এবং মন্দ বস্তুসমূহ হইতে বিরত থাকার ইচ্ছা ও বিরত থাকা। কুরআন মজিদে আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন মানবাত্মার তিনটি অবস্থা হইয়া থাকে। এক হইল নফ্‌সে-আম্মারা, যে সম্বন্ধে إن النفس لأمارة بالسوء বলিয়া কুরআন ইঙ্গিত করিয়াছে যে, এই অবস্থায় উহা মন্দ কাজ করিতে প্ররোচনা দেয় এবং মানুষ মন্দ কাজে এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, সে পাপ করিতে পছন্দ করে। ইহার বিপরীত নফ্‌সের আর এক অবস্থা আছে, যাহাকে নফ্‌সে মুতমায়িন্না বলে। এই অবস্থায় সে উপলব্ধি করে যে, তাহার জীবন খোদাতায়ালার দ্বারা বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার জন্য যে সব উপকরণ সৃষ্টি করা হইয়াছে, উহা তাহার জন্য যথাযোগ্য ও যথেষ্ট এবং তাহার অবস্থায় সে সন্তুষ্ট থাকে। উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় সে কখনও একবার খোদার দিকে দৌড়াইয়া গিয়া আবার ফিরিয়া শয়তানের দিকে দৌড়ায় না এবং একবার ধর্মের দিকে ঝুঁকিয়া, পরে ফিরিয়া গিয়া দুনিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে না। নফ্‌সে মুতমায়িন্না বা প্রশান্ত আত্মা-প্রাপ্ত ব্যক্তি খোদার দিকে ধায় এবং তাঁহারাই নিকট স্থিতিশীল হইয়া যায়।

তৃতীয় প্রকারের নফ্‌স হইল নফ্‌সে লওয়ামা। ইহা মন্দ কাজকে মন্দ বলিয়া দেখে এবং ইহার জন্য তিরস্কার করে যে, এই সব কর্ম হইতে বিরত থাকা উচিৎ। এই অবস্থায় মানুষ মন্দ কাজ করার পর অনুতাপ ও এস্তেগফার করে এবং নিজেকে কৃত অপকর্মের জন্য ধিক্কার দিতে থাকে। ইহা روح এর নগণ্য অবস্থা। روح এর আসল অবস্থা হইল যে ইহা নফ্‌সকে বাধা দেয় এবং নফ্‌স বাধা মানিয়া মন্দ কাজ হইতে নিবৃত্ত হইয়া যায়। নফ্‌স লওয়ামাকে ইংরাজীতে Conscience বা বিবেক বলে। পুরাতন তরীকায় ইহাকে ضمیر বা বিবেকের কণ্ঠও বলা হয়। কিন্তু আরবীতে ضمیر বলিতে মানুষের আভ্যন্তরীন শক্তিসমূহের দাবীকে বুঝায়। ইউরোপীয়গণ পূর্বে খুব Conscience বা বিবেকের জিকির ছাড়িত, কিন্তু এখন তাহারা ইহাকে একেবারেই অস্বীকার করিয়া বসিয়াছে। দার্শনিকগণ বলিতেছে যে, বিবেক বলিয়া কিছুই নাই। তাহারা বলে, প্রকৃত কথা এই যে, রীতি-নীতি এবং মানুষের অভ্যাস সমূহের এক প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। মানুষ যেরূপ সামাজিক আচার ও প্রথার মধ্যে গড়িয়া উঠে এবং যে সব অভ্যাসের সে দাস হইয়া পড়ে, উহার বিপরীত কোন কিছু দেখিলে তাহার মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। দার্শনিকগণ বলে যে, জনসাধারণ ইহাকেই ভুল করিয়া বিবেক বলে! হিন্দু গরুর গোশ্‌ত খায় না এবং মুসলমান ও ইহুদী শুকরের গোশ্‌ত খায় না। সুতরাং তাহাদের নিকট অনভ্যস্ত এই সব খাদ্যের উল্লেখ করিলে, তাহাদিগের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইবে। এই সব খাদ্য খাইতে তাহাদের মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে যেহেতু মুসলমান গরুর গোশ্‌ত খায়, খ্রীষ্টান ও শিখগণ শুকরের গোশ্‌ত খায়, সেই জন্য তাহাদিগের নিকট তাহাদিগের অভ্যস্ত খাদ্যের উল্লেখে তাহাদিগের মনে কোনরূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় না। আবার যদি ঐ সকল জাতি তাহাদিগের উল্লিখিত খাদ্যের তালিকা বদলাইয়া ফেলিত, তাহা হইলে উক্ত খাদ্য সম্বন্ধে তাহাদিগের মনের প্রতিক্রিয়া ভিন্নরূপ হইত। অর্থাৎ হিন্দু গরুর গোশ্‌তের নাম শুনিলে ঘৃণা করিত না, মুসলমান শুকরের গোশ্‌তের নাম শুনিলে ঘৃণা করিত না, ইত্যাদি। এই সকল যুক্তি দিয়া দার্শনিকগণ বুঝাইতে চাহে যে, মনের প্রতিক্রিয়া অভ্যাসের ব্যাপার, Conscience, বিবেক বলিয়া কিছুই নাই। আসলে দার্শনিকগণের এই সকল যুক্তি ভিত্তিহীন। মানুষের স্বভাব ও তাহার অভ্যাস এক বস্তু নহে। সামাজিক আচারে মানুষের অভ্যাস গড়িয়া উঠে, কিন্তু স্বভাব গঠিত হয় না। এ দুয়ের ক্ষেত্র ও নিয়ম পৃথক। ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে খাদ্যাখাদ্য নির্ধারিত হইয়া খাদ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন জাতীয় অভ্যাস গড়িয়া উঠে। এই অভ্যাস ও তাহার ফলে সৃষ্ট মনোভাব ধর্মীয় অনুশাসনের সহিত সংশ্লিষ্ট। স্বভাবের রাজ্য আলাদা। আমরা যাহাকে নফ্‌সে

লওয়ামা বলিতেছি, উহা হইল নৈতিক বিধি নিষেধের বাঁধন সমূহ। ইহাদের সহিত ধর্মীয় আচারের কোন সম্বন্ধ নাই। প্রত্যেক জাতির মধ্যে ইহাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। যথা, মিথ্যা-বাদিতা, ধোকাবাজী, ভণ্ডামি অকৃতজ্ঞতা, বিদ্রোহীতা, হিংসা, বিদ্বেষ, হত্যা, অত্যাচার, নিপীড়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে সকল জাতির মধ্যে একই রূপ ধারণা বিদ্যমান। নামায পড়া, রোযা রাখা ইত্যাদি ইসলামী শরীয়তের বিধান। ইহা না মানিলে একজন মুসলমানের মনে অনুতাপ হইবে, কিন্তু অন্য জাতির মনে ইহার কোন প্রতিক্রিয়া নাই। তেমনি ধারা এক জন মুসলমান মারা গেলে তাহার কাফন, দাফন, জানাযা করিতে হয় এবং হিন্দুর লাশকে পুড়াইতে হয়। এগুলি বিভিন্ন ধর্মের বিধান। এই সব নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে প্রত্যেক জাতির ধর্মীয় বোধে বাধিবে। কিন্তু মানব-স্বভাব নিবদ্ধ নৈতিকতাবোধের সহিত এগুলির কোন সম্বন্ধ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায়, কোন কোন ব্যক্তি ধর্মের নামে অপরকে হত্যা করার প্ররোচনা দেয়, কিন্তু প্ররোচনা দাতাকে নিভৃতে এইরূপ জুলুম সম্বন্ধে ধর্মীয় বিধানের অনুমোদনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, সে ইহাই বলিতে বাধ্য হইবে যে ধর্মে এরূপ যুলুমের অনুমোদন নাই। ধর্মে মানুষকে শান্তির সহিত বাস করার আদেশ দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি নৈতিক অন্যায় করে, তাহার বিবেক তাহাকে কোনও না কোন সময়ে তিরস্কার করে এবং ইহা যে মন্দ কাজ তাহা সে স্বীকার করিবে এবং লজ্জিত হইবে।

হযরত খলিফাতুল মসিহ আউয়াল (রাঃ)-এর নিকট একবার এক চোর রোগের চিকিৎসার জন্য আসিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি রোজগারের জন্য এ কেমন ধারা পাপের পন্থা গ্রহণ করিয়াছ যে, মানুষের মাল লুটিয়া ঘরে হারাম মাল আনিয়া ফেল?" সে উত্তরে বলিল, "মৌলবী সাহেব। আপনি অদ্ভুত কথা শুনাইলেন। আমি হারাম কামাই করি? আমার চেয়ে বেশী হালাল উপার্জন আর দ্বিতীয় কাহারও আছে? আমি রাত্রি জাগি, নিজের জীবনকে বিপন্ন করি, সব মানুষ যখন আরামে ঘুমায়, আমি তখন মেহনত করি। মেহনত দ্বারাই জীবিকা হালাল হয়।" হযরত খলিফা আউয়াল (রাঃ) বলিয়াছেন যে, তিনি চোরের উত্তর শুনিয়া বুঝিলেন যে, তাহার প্রকৃতি চাপা পড়িয়াছে। তখন তিনি তাহার সহিত অন্য আলাপে লিপ্ত হইলেন। পরে যখন সে পূর্ব কথা ভুলিয়া গেল, তখন কথায় কথায় তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা তুমি কি ভাবে চুরি কর?" সে বলিল, "প্রকৃত চুরির জন্য একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। যাহারা একা চুরি করে, তাহারা ছিঁচকে চোর হইয়া থাকে। তাহারা এ বিদ্যায় পারদর্শী নহে। চুরির জন্য কয়েক ব্যক্তির প্রয়োজন হয়। যে ঘরে চুরি করিতে হইবে,

সেই ঘর সম্বন্ধে এক ওয়াকেফহাল ব্যক্তির দরকার। সে মাল ও আসবাবের অবস্থান বলিয়া দিবে। অতঃপর এক সিন্দেল ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, যে এমন নীরবে সিন্দ কাটিয়া দেয় যে, গৃহস্থ কিছুই টের পায় না। অতঃপর তৃতীয় এক ব্যক্তির দরকার হয়, যে নিঃশব্দে চলিতে ও তালা ভাঙ্গিতে পারে। এই ব্যক্তি সিন্দ দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া মাল সিন্দের মুখে আনিয়া দেয়। তখন চতুর্থ এক ব্যক্তির প্রয়োজন হয়, যে ঐ মাল গ্রহণ করিতে থাকে। ইহারা সকলে মাল কোচা মারিয়া আসে। সেই জন্য ভদ্রবেশী এক পঞ্চম ব্যক্তি গলির মাথায় পাহারায় খাড়া থাকে, যেন কেহ তাহাকে দেখিলে কিছু সন্দেহ করিতে না পারে। মালপত্র বাহির করিয়া প্রথমে তাহার নিকটে রাখা হয়। অতঃপর ষষ্ঠ আর এক ব্যক্তি থাকে, যে স্বর্ণকার। তাহার দোকানে অলঙ্কার পত্র রাত্রিকালেই জমা দেওয়া হয়। পরে সে স্বর্ণ গলাইয়া বা মণি মুক্তা থাকিলে সুযোগ ও সময়মত পৃথক পৃথক বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। তখন সকলকে হিসাব মত অংশ দেওয়া হয়।" এই বর্ণনা শুনিয়া হযরত খলিফা আউয়াল (রাঃ) তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বর্ণকার যদি মাল অস্বীকার করে, তখন কি কর?" এই প্রশ্নে রাগে মুখ চোখ লাল করিয়া সে বলিল, "কি? তাহার এত বড় ক্ষমতা যে বেইমানী করিয়া সে অপরের মাল আত্মসাৎ করিবে?" তখন হযরত খলিফা আউয়াল (রাঃ) বলিলেন, "আচ্ছা! তাহা হইলে অপরের মাল যে খায়, সে হারামখোর হয়।" এই উত্তরে চোরের হুঁশ হইল এবং সে লজ্জিত হইয়া অবনত মস্তকে বসিয়া রহিল।

অনুরূপ আর এক ঘটনা। একদা তাঁহার নিকট এক কঞ্জর (বেশ্যাপাল) চিকিৎসার জন্য আসে। তিনি তাহাকে উপদেশ দিয়া বলেন, "তুমি কেন এরূপ ঘৃণ্য পেশা অবলম্বন করিয়াছ?" সে বলিল, "মৌলবী সাহেব! আমার পেশা ঘৃণ্য কিরূপে হইল?" হযরত খলিফা আউয়াল (রাঃ) বলিলেন, "ঘৃণ্য নহে তো কি? তুমি যে সব কন্যাদের বিবাহ দিয়া ঘরে আন, তাহাদের দিয়া তুমি ব্যাভিচার ব্যবসা চালাও।" সে বলিল, "কে এমন নির্লজ্জ আছে যে, অন্যদের মেয়েদের দ্বারা ব্যবসায় চালায়? আমি তো নিজের কন্যাদের দ্বারা ব্যবসায় চালাই, অন্যলোকের বাড়ি হইতে আসা মেয়েদের দ্বারা আমি এ কর্ম করাই না।" বহুবিধ পাপে নিমগ্ন থাকা সত্ত্বেও, ব্যভিচারের স্বরূপ সম্বন্ধে স্বভাব-নিবদ্ধ পাপ-রোধের স্বীকারুক্তি তাহার উত্তরের ফাঁকে বাহির হইয়া আসিল। সুতরাং বুঝা গেল অভ্যস্ত বিষয়ের সহিত নফ্‌সে লওয়ামার কোন সম্বন্ধ নাই। বরং ইহার সম্বন্ধ তাহার শুদ্ধ স্বভাব-নিবদ্ধ বোধ-শক্তির সহিত। সারা দুনিয়ার সকল দেশের জাতির লোকের মধ্যে ভাষা, কৃষ্টি, ধর্ম-বিশ্বাশ, চালচলন, আচার ব্যবহারে শত সহস্র বিভেদ থাকা সত্ত্বেও সকল যুগে এই বোধ-শক্তির আওয়াজ এক ও অভিন্ন। যেমন, মিথ্যাকে সকলেই ঘৃণা করে এবং সত্যকে পছন্দ করে। বিশ্বস্ততা আমানত, দয়া, দাক্ষিণ্য, ভালবাসা ইত্যাদিকে সকলেই পছন্দ করে এবং ইহার

বিপরীত কাজ কেহ পছন্দ করে না। এই সকল বোধ মানুষের বিশুদ্ধ প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্যে নিবদ্ধ রহিয়াছে। অভ্যাসের সহিত বা ধর্মীয় শিক্ষার সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সাময়িক ভাবে কাহারও দ্বারা স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ করানো যাইতে পারে এবং অতিরিক্ত অভ্যাসের দ্বারা তাহার প্রকৃতিকে সাময়িকভাবে আচ্ছন্ন ও মূর্চ্ছিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। কিন্তু উহাকে চিরতরে মারিয়া ফেলা যাইবে না। সময় ও সুযোগ ও ঘটনা-চক্রে প্রকৃতির ডাক বহির্গত হইবেই। এই জন্য মহাপাপী ফেরাউনও জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুর সময় তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া হযরত মুসা ও হারুনের রবের উপর ঈমান আনিয়াছিল। এই জন্যই মহা পাপে নিমগ্ন জাতি যুগ-নবীর ডাকে পরিণামে পাপের লেবাস ছাড়িয়া পূণ্যবান জাতিতে পরিণত হয়। বিভ্রান্ত ও বিপথগামী জাতির মূর্চ্ছিত স্বভাব নবীর ডাকে জাগ্রত, জীবিত, সক্রিয় ও সতেজ হইয়া উঠে। ধর্মীয় বিধান স্বভাবকে সৃষ্টি করে না। উহা পূর্ব হইতেই সৃষ্ট, মানব প্রকৃতির মধ্যে প্রোথিত। সত্য ধর্মের শিক্ষা স্বভাবের শক্তি সমূহকে শান্ত, সুন্দর, কল্যাণময় ও শক্তিশালী প্রকাশে সাহায্য করে। ফিজী দ্বীপপুঞ্জে এরূপ আদিম অধিবাসী আছে, যাহারা তাহাদের বাপ মা খুব বৃদ্ধ ও অচল হইয়া গেলে, তাহাদিগকে মারিয়া তাহাদের মাংস খায়। তাহারা বলে পিতা-মাতার মাংস কেন নষ্ট হইবে। খাইয়া উহার সদ্ব্যবহার করা ভাল। বিবাহ শাদীর ব্যাপারে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। ধর্ম সম্বন্ধে নানা মানুষ নানা মত রাখে এবং এই মতের পরিবর্তনও করে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যা, আমানত ও খেয়ানত, প্রেম ও বিদ্বেষ ইত্যাদি সম্বন্ধে চিরকাল ছোট বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলের মনোভাব ও বোধ এক, অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয়। সুতরাং দার্শনিকগণের বক্তব্য অনুযায়ী মানব প্রকৃতির এই মৌলিক বোধ সমূহ অভ্যাসের ফলে সৃষ্ট নহে, বরং এই সকল প্রাকৃতিক বোধের দ্বারা জাতীয় চরিত্র প্রভাবান্বিত ও গঠিত হইয়া উঠে। এই সকল বোধ নফসে লওয়ামা বা বিবেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। সকল যুগে সকল দেশে পাপ হইতে বাঁচিবার জন্য মানুষের প্রচেষ্টা, নফসে লওয়ামা বা Conscience বা বিবেকের আওয়াজের ফল। যে বিবেকের শক্তিতে বিশ্বাসী, সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। ইহার বিপরীতে মানুষ পাপের শিকার হয় এবং পূণ্য কর্ম হইতে বঞ্চিত হয়। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন ارئيت الذى يكذب بالدين অর্থাৎ, "আমাকে বল ঐ ব্যক্তি কে, যে বলে যে মন্দ কাজ হইতে বাঁচিবার ইচ্ছা প্রকৃতির দাবীর ফলে নহে, বরং অপ্রাকৃতিক কথা এবং অভ্যাসের ফল? নিশ্চয় এইরূপ ব্যক্তির চরিত্র নষ্ট হইয়া যাইবে।" পক্ষান্তরে বিবেকের কথা যে মানিবে, সে পূণ্যে উন্নতি করিবে। নিশ্চয় নফ্‌সে লওয়ামার সৃষ্টি এক খোদাই তদবীর। যেহেতু জীবনে মানুষকে বহু পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে,

সেই জন্য প্রজ্ঞা ও করুণাময় খোদা ইহা চাহেন নাই যে, তাহাকে অরক্ষিত ভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হউক। সেই জন্য তিনি তাহার স্বভাব বা প্রকৃতির মধ্যে এক আওয়াজ রাখিয়া দিয়াছেন। এই আওয়াজ তাহাকে সদা নেকীর দিকে আহ্বান করে। যদিও কোন কোন সময়ে সে পাপের ময়দানে বহু দূর চলিয়া যায়, তথাপি কোন সময়ে বিবেকের ডাক তাহাকে সহসা এমনভাবে নেকীর দিকে আকর্ষণ করিয়া আনে যে, দেখিয়া মনে হয় সে কখনও পাপে লিপ্ত হয় নাই। আবার দেখা যায় যে, বিবেকের ডাককে অবহেলা করার কারণে কখনও মানুষ পাপে লিপ্ত হইয়া যায়।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, মানুষকে কখনও এত নেকী করিতে দেখা যায় যে, মনে হয় সে আর কখনও পাপের ছায়াও মাড়াইবে না, কিন্তু হঠাৎ তাহাকে এমন এক ঝটকা লাগে যে, সে একেবারে দোযখে গিয়া পড়ে। আবার কখনও দেখা যায়, মানুষ পাপ করিতে করিতে এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, মনে হয়, সে আর কখনও নেকীর কাছ দিয়াও যাইবে না, কিন্তু সহসা তাহাকে এক ঝটকা লাগে এবং সে নেকীর দিকে মোড় নেয় এবং জান্নাতে দাখিল হইয়া যায়। আমরা জাগতে এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি এবং এইরূপ ঘটা অপ্রাকৃতিক ব্যাপার নহে, বরং এই সকল ঘটনার পিছনে মানব-প্রকৃতি কাজ করিতে থাকে এবং ইহা সেই শক্তির কাজ, যাহা খোদাতায়ালা মানুষের স্বভাবের মধ্যে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এক বুযুর্গ বলিয়াছেন, "কোন এক শহরে এক বড় রইস ছিলেন, যিনি দিবারাত্রি নাচ গান এবং মদ্য পানে বিভোর থাকিতেন। তিনি দাবী করিয়া বলিতেন যে, যেহেতু বাদশাহ এবং শাসকগোষ্ঠির সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা আছে, সুতরাং কেহ তাঁহার আমোদ প্রমোদে বাধা দিতে পারিবে না। তাহাকে আমি অনেক বুঝাইয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে এই উত্তর দিতেন যে, উপরওয়ালারা সকলে তাঁহার ঘনিষ্ঠ, অতএব আমি তাহার কিছুই করিতে পারিব না। যেহেতু দিবারাত্রি তাঁহার গান বাজনার মজলিশ চলিত এবং শোর গোল হইত, সেই জন্য আমার বন্দেগী এবাদতে অত্যন্ত অসুবিধা বোধ হওয়ায়, আমি সেই শহর ছাড়িয়া দিলাম। একদা আমি হজে গিয়া দেখি, সেই রইসও বয়তুল্লাহর হজ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম যে, এমন দুষ্ট ও বেইমান কিভাবে হজ করিতে আসিল। আমি আগে বাড়িয়া তাঁহার সহিত মোসাফেহা (করমর্দন) করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এ কি ব্যাপার? অপনি কিভাবে হজ করিতে আসিলেন? আপনার জন্য আমি শহর ছাড়িয়া দিই। আপনার জন্য আমার নামায নষ্ট হইয়াছে,

এবং তাহাজ্জুদের নামায বিস্বাদ হইয়াছে। দোওয়ার মধ্যে মনঃস্থির হয় নাই। কারণ সব সময়ে নাচগানের শোরগোল থাকিত। সেই জন্য একান্ত নাচার হইয়া আমি শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া আসি। আমি আপনাকে বহু উপদেশবাণী শুনাইয়াছি, কুরআনের কথা শুনাইয়াছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। এখন আপনার কি হইল যে, হজ্জ করিতে আসিয়াছেন?' সেই বইস উত্তর দিলেন, 'আপনি যাহা কিছু বলিতেছেন সে সব ঠিক। কিন্তু খোদাতায়ালার দিক হইতে মানুষের হেদায়েতের জন্য এক সময় নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। একদিন আসরের সময় যখন মদের মাহফিল জোর শোরে চলিতেছিল, বন্ধু বান্ধবগণ আনন্দ-নিমগ্ন এবং নাচগান পুরাদমে চলিতেছিল, আমি তখন বাতায়ন পাশে বসিয়াছিলাম। সহসা আমি শুনিলাম এক ব্যক্তি নীচে গলি দিয়া নিম্নলিখিত কুরআনী আয়াত পড়িতে পড়িতে যাইতেছিল, الم يان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله অর্থাৎ "এখনও কি মোমেনগণের জন্য সেই সময় উপস্থিত হয় নাই যে, খোদাতায়ালার ভয়ে তাহারা পাপসমূহ পরিত্যাগ করে এবং জিকরে ইলাহীতে মশগুল হইয়া যায়।" এই আয়াত আমার মনে তীরের ন্যায় গিয়া বিঁধিল, অনুতাপের আগুন আমার মনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আমার মুখ দিয়া বিলাপ ধ্বনি নিঃসৃত হইল, আমি মদের সুরাহী এবং সব পান-পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম এবং বন্ধুগণকে বিদায় করিয়া দিলাম। ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপিতেছিল। আমার মনে হইতেছিল কোন পথিক উপরুক্ত আয়াত পড়ে নাই, বরং স্বয়ং খোদাতায়ালা যেন আকাশ হইতে মুখ বাড়াইয়া আমাকে বলিতেছিলেন, এখনও কি তোমার পাপ পরিত্যাগ করার সময় হয় নাই? আমি তৎক্ষণাত সত্যিকার তওবা করিলাম এবং আপনি আজ আমাকে হজে দেখিতেছেন।"

উক্ত ঘটনা হইতে ইহা সুস্পষ্ট যে, বিবেক আচ্ছন্ন হয়, চাপা পড়ে, কিন্তু মরে না। ইহা সদা মানুষকে নাড়া দিতে থাকে এবং তাহাকে জাগাইতে থাকে। যে বিবেকের ডাকে সাড়া দেয়, সে পূণ্যের পথে আগাইয়া যায় এবং যে উহাকে দলিত পিষ্ট করিতে চাহে, সে মন্দ কাজে নিমজ্জিত হইয়া যায়। তাই আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন: ارائيت الذى يكذب بالدين অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বিবেকের ডাককে অস্বীকার করে, সে নানাবিধ পাপে লিপ্ত হয় এবং পূণ্য পথ হইতে দূরে চলিয়া যায়। কারণ বিবেক আমাদের জন্য পূণ্য পথের প্রদর্শক। বিবেককে অগ্রাহ্য করিলে আর সুপথ পাওয়া যাইবে না।

(৯) الدين আদ-দীন শব্দের আর এক অর্থ হইল অভ্যাস। আলোচ্য আয়াতের পূর্বাপর বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে যে, অভ্যাস বলিতে এখানে সৎকাজের অভ্যাসকে বুঝাইতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা এখানে ইহাই বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নেক কাজের অভ্যাস

করিবে, তাহার নেক কাজ করার শক্তি সামর্থ বাড়িয়া যাইবে এবং সে নেকীতে উন্নতি করিবে। পক্ষান্তরে যে নেক কাজের অভ্যাসে অবিশ্বাসী হইবে, সে পাপে নিমগ্ন হইবে এবং নেক কাজ হইতে বঞ্চিত হইবে।

দুনিয়ার মধ্যে এক মাত্র গ্রন্থ কুরআন করীম এই শিক্ষা দেয় যে, মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যাহা কিছু দেখা যায়, সে সকলই তাহার ফায়দা এবং উন্নতির জন্য রাখা হইয়াছে। এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন একমাত্র কুরআন করীম করিয়াছে। মানুষের মনের কোন আবেগ এবং কোন অনুভূতিকে উহা বেকার ও অবাস্তব বলে না। কুরআন করীম এই শিক্ষা দেয় যে, এ সকলের মধ্যে প্রজ্ঞা রহিয়াছে এবং এ সব মানুষের উপকারার্থে সৃষ্ট হইয়াছে। সারা কুরআন এই মজমুনে ভরা যে, সৃষ্টির মাঝে কোন কিছু বেফায়দা সৃষ্ট হয় নাই। সব কিছু মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দিয়া উহা ইহাও বুঝাইয়াছে যে, মৃত্যু, যাহাকে মানুষ ভয় করে, উহাও মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। মোট কথা, কোন কিছু মানুষের ক্ষতির জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। কোন বস্তুর অপ-ব্যবহার দ্বারা ক্ষতির উদ্ভব হয়। একবার কেহ হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে এক রেশমী পোষাক উপহার দেয়। তিনি হযরত উমর (রাঃ)-কে ডাকিয়া উক্ত পোষাক তাঁহাকে তোহফা দেন। নামাযের সময় তিনি ঐ পোষাক পরিয়া মসজিদে আসিলেন। ইহা দৃষ্টে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর চেহারা মোবারকে ক্রোধের চিহ্ন পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "হে উমর! তুমি এ কি কাফেরের পোষাক পরিয়া আসিয়াছ?" হযরত উমর (রাঃ) বলিলেন, "হে আল্লাহর রসুল! এ পোষাক তো আপনিই আমাকে দিয়াছিলেন। এখন আমি এ পোষাক পরায় আপনি নারাজ হইতেছেন?" তিনি বলিলেন, "ইহা তোমার ব্যবহারের বস্তু নহে। ইহা তুমি তোমার স্ত্রী ও কন্যাগণকে দিতে পারিতে। ইহা তাহাদের ব্যবহারের বস্তু। তোমাকে কে বলিয়াছে যে, তুমি ইহা নিজে পরিয়া লও।" এখন দেখ, হযরত রসুল করীম (সাঃ) এ কথা অস্বীকার করিতেছেন না যে, তিনি ঐ পোষাক দিয়াছেন, বরং তিনি বলিতেছেন যে, উহা পুরুষের পরার বস্তু নহে, উহা দ্বারা মেয়েরা পায়জামা, কুর্তা বানাইয়া পরিতে পারে। তদ্রুপ আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, দুনিয়ায় এমন কোন বস্তু নাই, যাহা মানুষের ফায়দার জন্য নহে। অবশ্য প্রত্যেক বস্তুর কাজ পৃথক পৃথক ভাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। অযথা ও অপব্যবহারে কোন বস্তু ক্ষতিকর হয়। যেমন, সোনা। আল্লাহ্‌তায়ালা ইহার সৃষ্টি করিয়াছেন ব্যবসায় বাণিজ্যের মাধ্যম স্বরূপ ব্যবহারের জন্য, জমা করিবার জন্য নহে। কিন্তু ইহা জমা করিয়া আটকাইয়া রাখিলে, ক্ষতি

ও অপরাধ হইবে। সেই জন্য আল্লাহ্তায়ালা স্বর্ণ জমাকারীগণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, কেয়ামতের দিন সেই সোনা গলাইয়া তাহাদের দেহে দাগ দেওয়া হইবে। অপারেশন করিবার সময় হাড়ে জোড়া লাগাইতে এবং দাঁত বাঁধিতে অল্প অল্প পরিমাণ সোনার প্রয়োজন হয়। এ ছাড়া স্ত্রী লোকদের সাধারণ ব্যবহারের জন্য কিয়ৎ পরিমাণ অলঙ্কার স্বরূপ ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। কিন্তু অযথা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ইহার অলঙ্কার বানাইয়া রাখিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। ইহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে।

মানুষের অভ্যাসও এমন এক বিষয়, যাহার সহিত মানুষের উন্নতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কেহ কেহ বলে, অভ্যাসই খারাপ, সে ভাল অভ্যাস হউক অথবা মন্দ। তাহারা বলিয়া থাকে যে, মানুষ সৎ কাজে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে, তাহার আর কি পুণ্য হইবে। এ কথা ঠিক নহে। দুনিয়ায় আল্লাহ্তায়ালার বড় বড় নে'মতগুলির মধ্যে অভ্যাস অন্যতম। অভ্যাসের দ্বারা নেক পথের সফর অত্যন্ত সহজ হয় এবং অনভ্যাসে এ পথে অগ্রসর হওয়া কঠিন। অভ্যাসের দ্বারা মানুষের প্রত্যেক পরবর্তী কাজ সহজ হইয়া থাকে। আরবীতে প্রবাদ আছে العود احمد অর্থাৎ যখন তুমি কোন কাজ বার বার কর, তখন উহা ক্রমশঃ সুন্দরতর হয়। যেমন, আমরা যদি ঘরে কোন কুর্তা সেলাই করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে উহাতে সময় লাগিবে যথেষ্ট এবং সেলাই হইবে অসুন্দর। কিন্তু সেই কাজ একজন দরজী বহু অভ্যাসের দরুন অতি অল্প সময়ে সুনিপুণভাবে করিয়া দিবে। অন্যান্য কাজের জন্যও একই কথা খাটে। সাইকেল চালানো, সাঁতার দেওয়া, মোটর গাড়ী চালানো, ডাক্তারী করা, শিক্ষকতা করা ইত্যাদি সকল ব্যাপারে সকল পেশায় অভ্যাস দ্বারা মানুষ পারদর্শিতা লাভ করে। অভ্যাস ছাড়িয়া দিলে পারদর্শিতা চলিয়া যাইবে। সুতরাং অভ্যাসকে মন্দ বস্তু বলা মূর্খতা। অভ্যাস আল্লাহ্তায়ালার মহা নে'মত সমূহের মধ্যে এক বড় নে'মত। কবি গাহিয়াছেন کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شوی অর্থাৎ "সুদক্ষতা অর্জন কর, তাহা হইলে জগতের প্রিয় হইবে।" বস্তুতঃ প্রত্যেক ক্ষেত্রে পারদর্শি ও সুদক্ষ ব্যক্তি আদৃত হইয়া থাকে। আমাদের প্রত্যেক আমল পরবর্তী আমলকে সহজ করিয়া দেয়। ইহা অভিজ্ঞতার কথা।

হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিয়াছেন, "যখন কোন ব্যক্তি কোন নেক কাজ করে, তখন ফেরেস্তা তাহার অন্তরে একটি সাদা ফোঁটা লাগাইয়া দেয়। যখন সে মন্দ কাজ করে, তখন ফেরেস্তা তাহার অন্তরে একটি কালো ফোঁটা লাগাইয়া দেয়। এই ভাবে কালো এবং সাদা ফোঁটা সমূহ আমল অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে তাহার হৃদয়ে লাগিয়া যাইতে থাকে। এক দিন এমন আসে, যখন সাদা চিহ্ন সমূহ কালো চিহ্নকে ঢাকিয়া দেয়, এবং সে পাপ হইতে নিরাপদ হইয়া যায় অথবা এমনও হয় যে কালো চিহ্ন সমূহ সাদা চিহ্নকে ছাইয়া যায় এবং সে নেকী সমূহ হইতে দূরে চলিয়া যায় এবং তাহার অন্তরে মোহর লাগিয়া যায়। এই হাদিসেরও একই অর্থ যে নেকীর অভ্যাস ধীরে ধীরে মানুষকে এমন স্থানে পৌঁছায় যে,

তাহার নিকট পাপ যেন সমুদ্র হইতে তুলিয়া জাঙ্গলে ফেলা মাছের ন্যায় বোধ হয়। অথবা পাপ করিতে করিতে মানুষ এরূপ অভ্যস্ত হইয়া যায় যে, নেকী তাহার নিকট যেন সমুদ্র হইতে তুলিয়া ডাঙ্গায় ফেলা মাছের ন্যায় হয়। তাহাকে নেকীর ময়দানে আনিলে, সে হুঁস হারা হইয়া যায় এবং নিজের মধ্যে এক কদম চলিবার শক্তি পায় না। ইহা অভ্যাসের ফল, অপর কিছুই নহে।

সেপাইগণ জাতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাহারা এই জন্য সাহসী হয় যে, তাহাদের অস্ত্র পরিচালনার অভ্যাস আছে। ওয়াটারলুর রণক্ষেত্রে যখন ইংরাজগণের সহিত নেপোলিয়নের যুদ্ধ হয়, তখন একটি অত্যন্ত ছোট ভুলের জন্য তাহার পরাজয় ঘটে। নেপোলিয়ানের এক জেনারেল ছিল। সে অত্যান্ত বীর পুরুষ ছিল। কিন্তু সে একটি ভুল করিয়া বসে। তাহাকে আগে বাড়িয়া ওয়াটারলুর একটি ক্ষুদ্র পাহাড় দখল করার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সে পথ অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের নিকট গিয়া পৌঁছিল। কিন্তু রাত্রি সমাগত দেখিয়া সিপাহীগণের উপর দয়া করিয়া সে সিপাহীগণকে আরাম করার আদেশ দিল এবং ভাবিল যে প্রভাতে উঠিয়া পাহাড় দখব করিবে। কিন্তু নেপোলিয়ানকে সংবাদ দিল যে পাহাড় দখল হইয়া গিয়াছে। রাত্রি যোগে ইংরাজগণ পাহাড়টি দখল করিয়া ফেলিল। প্রভাতে এই অবস্থা দেখিয়া, সেই জেনারেল তাহার কথা রক্ষা করার জন্য ইংরেজ সৈন্যগণের উপর বারাম্বার আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। তাহার সেপাহী ধ্বংস হইতে লাগিল। সকালে প্রোগ্রাম অনুযায়ী যখন নেপোলিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহাকে বাধ্য হইয়া যুদ্ধ করিতে হইল। কিন্তু পাহাড়টি ইংরেজদের হাতে থাকার জন্য সে কৃতকার্য হইতে পারিল না। নেপোলিয়ান যে ফৌজটি পাহাড় দখল করিবার জন্য পাঠাইয়াছিল, উহা তাহার শ্রেষ্ঠ ফৌজ ছিল। যখন বার বার আক্রমণের ফলে সেই ফৌজের গোলা বারুদ খতম হইয়া গেল, তখন বড় লস্করটিও পরাজিত হইয়া গেল। সেই সময় এক অফিসার সেই ফৌজের পার্শ্বদেশ দিয়া যাইবার সময় তাহাগিকে জিজ্ঞাসা করিল, "যুদ্ধে তোমাদের পরাজয় হইয়াছে, তবু তোমরা ভাগিতেছ না কেন?" উত্তরে তাহারা বলিল, "নেপোলিয়ান আমাদিগকে পলায়ন করার শিক্ষা দেয় নাই।" ইহার অর্থ এই যে, নেপোলিয়ান তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে অভ্যাস করাইয়াছে, পলাইবার অভ্যাস করায় নাই।

সুতরাং দুনিয়ায় অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ শক্তি সমূহের মধ্যে অন্যতম। বস্তুতঃ পরিবেশের সহিত মিশিয়া যাওয়ার আর এক নাম হইল অভ্যাস। যখন কোন চারাগাছকে এক বিশেষ যমীনে কিছুকাল যাবৎ থাকার অভ্যাস করান হয়, তখন ঐ যমীনের সহিত ঐ চারাগাছের এক বিশেষ সম্বন্ধ সৃষ্টি হইয়া যায় এবং উহা উত্তম ফল দিতে থাকে। তখন ঐ চারাগাছ ঐ দেশের জন্য এক নূতন বৈশিষ্টের সৃষ্টি করে। অনুরূপ ঘটনা জীব জন্তুর বেলায়ও পরিদৃষ্ট হয়।

হাদিস শরীফ

আল্লাহ্‌তায়ালার নামের মাহাত্ম্য

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২)

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, রসুলুল্লাহ্ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলেহি ওয়া সাল্লাম) মেম্বারে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিতে গিয়া এই আয়াত পাঠ করেন :

والسماوات مطويات بيمينه

سبحانه وتعالى عما يشركون -

অর্থাৎ, "আসমানসমূহ তাঁহার (আল্লাহ্‌র) ডান হাতে জড়ান থাকিবে, তিনি পবিত্র এবং মানুষে তাঁহার যে সকল শরীক সাব্যস্ত করে ঐ সকল (বস্তু ও ধ্যান ধারণা) হইতে তিনি উর্ধে।" অতঃপর তিনি বলিলেন : আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, 'আমি পরাক্রমশালী, আমি ক্ষতিপূরণকারী, সমগ্র বড়াই ও গৌরবের সম্যক অধিকারী, রাজাধীরাজ এবং সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।' আল্লাহ্‌তায়ালা এইভাবে তাঁহার নিজ সত্তার মাহাত্ম্য ও গৌরব বর্ণনা করেন। আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলেহি ওয়া সাল্লাম) উক্ত কথাগুলি বারম্বার বড়ই জোশের সহিত বলিতেছিলেন। এমন কি মেম্বর কাঁপিতে লাগিল, এবং আমাদের ধারণা হইল যেন তিনি মেম্বার হইতে নীচে পড়িয়া যাইবেন।

(৩)

হযরত আবু হুরাইরা হইতে বর্ণিত, হযরত রসুল করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বলিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌তায়ালা বলেন : 'আমার বান্দা আমাকে প্রাত্যাখ্যান করে ও মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, অথচ তাহার এইরূপ করা উচিত নয়। সে আমাকে গাল মন্দ দেয়। অথচ তাহার ঐরূপ করার অধিকার নাই। আমাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার অর্থ এই যে, সে বলে, আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে দ্বিতীয় বার সৃষ্টি করিতে পারিবেন না, যেভাবে তিনি আমাদিগকে প্রথম বার সৃষ্টি করিয়াছেন। তেমনি, আমাকে গাল-মন্দ দেওয়া বলিতে ইহা বুঝায় যে, সে (বান্দা) বলে, আল্লাহ্‌তায়ালা অমুক ব্যক্তিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ আমি (আল্লাহ্) কাহারও মোখাপেক্ষী নাই এবং সকলে আমারই মোখাপেক্ষী, আমা হইতে কেহ জন্ম লাভ করে নাই, আমি নিজেও জাত নহি এবং কেহ আমার সমকক্ষ হইতে পারে না। (মুসনাদ আহ্‌মদ হাম্বাল)

(হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ)

অনুবাদ—এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার

অনুরূপভাবে যখন মানুষের মধ্যে নূতন ধরণের অভ্যাস সঞ্চার করা হয়, তখন নূতন ধরণের মানুষ সৃষ্টি হইতে থাকে। যদি অভ্যাসের নিয়মের প্রতি মানুষ বিশেষ মনোযোগী হয় এবং নিজেদের মধ্যে উচ্চাঙ্গের অভ্যাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় অতি উচ্চাঙ্গের ভবিষ্যৎ বংশধর সমূহের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। یقیناً انسانِ برتر (جسے امریکن SUPERMAN کہتے ہیں) پیدا کئے جا سکتے ہیں অর্থাৎ "নিশ্চয় ইনসানে বরতর অর্থাৎ উচ্চ পর্যায়ের মানব (যাহাকে আমেরিকানগণ Snperman সুপারম্যান বলে) পয়দা করা যাইতে পারে। * ইহার শর্ত এই যে, জনগণ যেন অভ্যাসের দর্শন সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হয় এবং ইহার তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় জনগণ নিজেদের বংশধরগণকে আপনা আপনি উদ্‌গত গাছের ন্যায় বিনা হেফাজত ও রক্ষাবেক্ষণে ছাড়িয়া দেয়। ফলে পিতা ভাল হইলেও পুত্র খারাপ হইয়া যায়। যদি পরিবেশ ভাল না হয়, তাহা হইলে সমাজের উত্তম লোকদের সন্তান-সন্ততিও খারাপ হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে যদি সমস্ত জাতি মিলিতভাবে নিজেদের অভ্যাসের সংশোধন করে এবং উচ্চাঙ্গের অভ্যাস সৃষ্টি করে, তাহা হইলে উচ্চ ধরণের বংশধর সৃষ্টি হইবে। এইভাবে যাহাদের চরিত্র উচ্চাঙ্গের হইবে, কোন জাতি তাহাদের মোকাবেলায় তিষ্টিতে পারিবে না। (তফসীরে কবীর ষষ্ঠ জিলদ, ৪র্থ জুয,তৃতীয় হিস্‌সা—৩১৪ পৃষ্ঠা)।

ইউরোপীয়ান জাতিগণের স্কুলসমূহে এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয় এবং তাহারা নিজেদের জাতীয় চালচলনকে উন্নত করিবার চেষ্টা করে। যখন তাহারা বিচারের কথা বলে, তখন তাহারা ইহাকে খৃষ্টানী সভ্যতা আখ্যা দেয়। ইহার দ্বারা তাহারা ইহাই বুঝাইতে চাহে যে, আজকাল ইউরোপ নৈতিকতার যে উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে, তাহাতে এইরূপ হওয়া জরুরী। অথচ সত্য কথা এই যে, তাহারা নৈতিক চরিত্রের উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছা দূরে যাউক, ইসলামির দৃষ্টিতে উহার নিম্নতম পর্যায়েও তাহারা পৌঁছে নাই। কিন্তু তাহারা খৃষ্টানী সভ্যতার বুলি বার বার আওড়ানোর ফলে, মুসলমানগণও খৃষ্টানী সভ্যতার জয়ঢাক বাজাইতেছে। অথচ তাহারা বাইবেল খুলিয়া যাচাই করিয়া দেখে নাই যে, খৃষ্টানী সভ্যতা বাইবেলের শিক্ষা হইতে কত দূরে অবস্থিত। (ক্রমশঃ)

---

* কিছুদিন পূর্বে কেহ কেহ নবী ও খলিফার সম্বন্ধে Superman সুপারম্যান শব্দের ব্যবহারে আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানে হযরত মসীহে মওউদ (আঃ) বলিতেছেন যে, উচ্চাঙ্গের অভ্যাস সৃষ্টির দ্বারা একজন দুইজন নহে, বরং জাতি হিসাবে Supermen সুপারমেন বংশধরের সৃষ্টি করা যাইতে পারে। যখন বিশেষ প্রচেষ্টার দ্বারা আমভাবে Superman সৃষ্টি করা যাইতে পারে, তখন স্বাভাবিকভাবে আল্লাহ্‌-তায়ালার হেদায়েতে পরিচালিত নবী বা খলিফার মর্যাদা Superman এর উর্ধ্বে হইবে, নিম্নে নহে।

—মোহাম্মাদ

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর

অমৃত বানী

আমাদের জামাতের বন্ধুগণের পক্ষে জরুরী, তাঁহারা যেন এই অন্ধকারময় বিপদ-সঙ্কুল যুগে তাকওয়া (খোদা-ভীরুতা) অবলম্বন করেন।

অনুসন্ধান করিলে সর্বত্র দেখা যাইবে, মানুষের মধ্য হইতে সাচ্চা তাকওয়া উঠিয়া গিয়াছে এবং সত্যিকার ঈমান সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে।

সেই জন্য এখন আল্লাহ্ তায়ালা জীবন্তদের একটি জামাত সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন এবং সে উদ্দেশ্যেই আমার প্রচার, যেন মানুষ তাকওয়ার জীবন লাভ করে।

"আমাদের জামাতের জন্য জরুরী এই অন্ধকারপূর্ণ বিপদ-সঙ্কুল যুগে, যখন চতুর্দিকে বিপথগামিতা, গাফলত ও গুমরাহীর ঝড় প্রবাহিত, তাঁহারা যেন তাকওয়া অবলম্বন করেন। দুনিয়ার অবস্থা এই যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহ্-তায়ালার হুকুম-আহকামের মাহাত্ম্য ও মর্যাদাবোধ নাই। শরীয়ত নির্দেশিত হক ও অধিকার এবং জরুরী উপদেশাবলীর কোনই পরোয়া নাই। মানুষ দুনিয়া এবং সাংসারিক কাজ-কর্মে সীমাতিরিক্ত নিমগ্ন। সামান্য পার্থিব ক্ষতি হইতে দেখিলেই দীনের হিস্‌সা পরিত্যাগ করা হয় এবং আল্লাহর হক নষ্ট করা হয়। যেমন, উল্লিখিত বিষয়াবলী সম্পত্তির বণ্টনেও পরিলক্ষিত হয়। লোভ-লালসার বশবর্তী হইয়া তাহারা একে অন্যের সহিত মিলিত হয় ও পরস্পর আদান-প্রদান করে, এবং প্রবৃত্তির উত্তেজনার মোকাবেলায় অত্যন্ত দুর্বল সাব্যস্ত হয়। যতক্ষণ আল্লাহ্তায়ালা তাহাদিগকে সংগতি ও সামর্থহীন অবস্থায় রাখেন, ততক্ষণই পাপ কাজে দুঃসাহস করিতে বিরত থাকে, কিন্তু যখন একটুও দুর্গতির নিরসন হয় এবং গুণাহ্র সুযোগ ঘটে, তৎক্ষণাৎ উহাতে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এই জামানায় অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া লও, সর্বত্র ইহারই সন্ধান পাইবে যে প্রকৃত তাকওয়া উঠিয়া গিয়াছে এবং সাচ্চা ঈমান সম্পূর্ণ লোপ পাইয়াছে। কিন্তু যেহেতু খোদাতায়ালার অভিপ্রায় ও তাঁহার সিদ্ধান্ত এই যে, মানুষের মধ্যে সাচ্চা তাকওয়া এবং ঈমানের বীজ যেন কখনও বিনষ্ট না হইতে দেন, সেইহেতু যখন তিনি দেখিলেন যে, (ঈমান ও তাকওয়ার) এক ফসল ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, তখন তিনি আর এক ফসল উৎপন্ন করেন।

সেই চিরসজীব পবিত্র কুরআন আজও মওজুদ। যেমন, খোদাতায়ালা বলিয়াছেন :

انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

(অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করিয়াছি এবং নিশ্চয় আমিই উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিব।) পবিত্র আহাদিসের

বিপুল অংশও মওজুদ আছে এবং আশিস ও বরকত সমূহও বিদ্যমান আছে। কিন্তু মানুষের হৃদয়ে ঈমান এবং আমলি হালত (সৎ কর্মের মর্যাদা) একেবারেই হাওয়া হইয়া গিয়াছে। খোদা-তায়ালা আমাকে এজন্যই প্রেরণ করিয়াছেন যেন এই সকল বিষয় (সাচ্চা তকওয়া ও ঈমান এবং নেক আমল) পুনরুজ্জীবিত হয়। খোদাতায়ালা যখন দেখিলেন যে উক্ত ময়দান খালি পড়িয়া আছে, তখন তিনি তাঁহার 'উলুহিয়ত' তথা খোদাই-এর শান ও মর্যাদা অনুযায়ী মোটেই পছন্দ করিলেন না যে উক্ত ময়দান শুন্য থাকুক এবং মানুষ তাঁহার নৈকট্য হইতে এমনি ভাবে দূরে পড়িয়া থাকুক। সেই জন্য এখন এই জামানার উল্লিখিত মানুষদের মোকাবেলায় খোদা-তায়ালা জিন্দা ও জীবন্তদের একটি নুতন জাতি সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রচার যেন মানুষ তাকওয়ার জীবন লাভ করে।"

("মলফুযাত", ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৯৫-৩৯৬)

অনুবাদঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

নুস্‌রতে ইলাহী

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

খোদার পবিত্র মানুষের পরে
নুস্‌রতে খোদা আসে সদায়।
আসে তা যখন আবার তখন
জগতকে এক জগৎ দেখায়॥
বাতাস হইয়া উহা তখন
সব জঞ্জাল উড়িয়ে নেয়।
আগুন হইয়া একে একে সব
প্রতিপক্ষকে জ্বালিয়ে দেয়॥
মৃত্তিকা হয়ে কখনও বা উহা
শত্রুর শিরে হানে আঘাত।
পানি হয়ে কভু উহাদের পরে
ঘটায় তুফান ঝঞ্ঝাপাৎ॥
বান্দার তরে সাধ্য কি যে
খোদার কাজ সে রুখিতে পারে।
স্রষ্টা সমীপে সৃষ্টির কি গো
কোনো কিছু কভু টিকিতে পারে॥

অনুবাদঃ শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান

—০—

জুমার খোৎবা

হযরত আমীরুল মোমেনীন খলিফাতুল মসীহ্ সালেস (আইঃ)

[২রা জানুয়ারী, ১৯৭৬ইং রবওয়ার মসজিদে-আকসায় প্রদত্ত]

হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ও আলেহী ওসাল্লাম) রুহানীভবে আজও জীবিত আছেন, যেমন তিনি চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন।

আমাদের কর্ত্তব্য, আমরা যেন আমাদের ছেলেমেয়ে দিগকে ধারাবাহিকভাবে নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু ঃ)-এর আদর্শ ও উসওয়া মোতাবেক ইসলামের আদব কায়দা এবং আখলাক শিক্ষা দিতে থাকি।

রবওয়া সালানা জলসা বরকত এবং সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হওয়ায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন।

'ওকফে জদীদ'-এর নুতন বৎসরের ঘোষণা এবং এই তাহ্‌রীকের একটি নুতন অধ্যায় ও নুতন দপ্তরের সূচনা।

সুরা ফাতেহা তেলওতের পর হুজুর (আইঃ) নিম্নলিখিত আয়াতটি পাঠ করেনঃ

و من الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله -

অতঃপর বলেন : যখন কোন জামাতের উপর আল্লাহ্‌তায়ালার রহমত ও করুণা-বারি বর্ষিত হয়, তখন তাহাদের অন্তর ও আত্মার অবস্থা এইরূপ হয় যেন তাহারা তাহাদের সমগ্র সত্তাকেই খোদাতায়ালার সন্তোষ এবং প্রীতি লাভের জন্য বিক্রয় করিয়া দেয়। এক দিকে আল্লাহতায়ালার প্রীতি ও ভালবাসার জ্যোতির্বিকাশ ঘটিয়া থাকে, এবং অন্য দিকে তাঁহার বান্দাগণের সত্তায়, তাহাদের অন্তর ও আত্মায় এলাহী এশ্‌ক ও প্রেমের বন্যা বয়, যাহার প্রকৃত চিত্র ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কুরআন করীমের উক্ত আয়াতে উহারই দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

আমাদের নিকট সেই শব্দ ও ভাষা নাই, যদ্বারা আমরা খোদাতায়ালার রহমত এবং তাঁহারা ফজল ও অনুগ্রহের শুকরিয়া ও প্রশংসা আদায় করিতে পারি। তিনি তাঁহার অসীম করুণা ও রহমতের দ্বারা আমাদের বিগত জলসাকে সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন। এবং যাহারা ইহা মনে করিত যে, বর্তমান অবস্থায় হয়ত জামাতের একাংশ দুর্বলতা দেখাইবে ও তাঁহাদের আল্লাহ-প্রেমে অবনতি ঘটিবে এবং তাঁহারা ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আওয়াযে সাড়া দিয়া লাবব্‌াইক বলিয়া (সালানা জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে) সেলসেলার মর্কযের দিকে ছুটিয়া আসিবে না, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের উক্ত ধারণার বিপরীত এমন উপকরণ সৃষ্টি করিলেন, যাহার ফেল এই জলসায় বিগত সমস্ত জলসা অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় বন্ধুগণ যোগদান করিলেন এবং তাঁহারা প্রত্যেক প্রকারের দুঃখ কষ্ট স্বীকার করিয়া এবং বাধা-বিঘ্ন ডিঙ্গাইয়া চলিয়া আসিলেন। অতঃপর এখানে

অত্যন্ত শান্তি পূর্ণ পরিবেশে তাঁহারা আল্লাহ্ ও রসুলের কথা শ্রবণ করেন। কেননা এখানে আমাদের জলসায় ওয়াহেদ ও এগানা খোদার যিক্‌র অনুষ্ঠিত হয়। তাহারা এখানে বস্তুতঃ খোদাতায়ালার ফযল অধিকতররূপে হাসিল করার উপকরণ ও সুযোগ লাভ করেন। আমাদের সমগ্র জামাতের এই দোওয়া, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাঁহার রহমত ও প্রীতির জ্যোতির্বিকাশ সমূহ সর্বাদা পূর্বাপেক্ষাও অধিক পরিমাণে প্রদান করিতে থাকেন।

....

দ্বিতীয় বিষয়, যাহা আমি এখন বলিতে চাহি, তাহা ইল এই যে, 'ওক্‌ফে জাদীদ'-এর নুতন বৎসর ১লা জানুয়ারী হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমি নুতন বৎসরের ঘোষণা করিতেছি। গত বৎসর আল্লাহ্‌তায়ালা ফজল করিয়াছেন। ওক্‌ফে-জাদীদের ক্ষেত্রে জামাতের যতটুকু অর্থের প্রয়োজন ছিল, যাহা বাজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছিল, জামাতের ভ্রাতা-ভগ্নিগণ তাহাদের ওয়াদা পূরা করিয়া উহার কাছাকাছি টাকা পরিশোধ করিয়াছেন। যথানিয়মে, ১৫ই জানুয়ারী পর্যন্ত যেহেতু বন্ধুগণের পক্ষ হইতে চাঁদা আদায় হইয়া মর্কযে পৌঁছিতে থাকে, সেইহেতু আমি আশা করি, উক্ত ঘাটতিও পূরা হইয়া যাইবে। ওক্‌ফে জাদীদে এক দপ্তর আতফাল আছে। ওক্‌ফে জদীদের মুস্তাযেম-গণের পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত দপ্তরে আশানুরূপ অর্থ জমা হয় নাই। আতফালের ৫০ হাজার টাকা বাজেটে ধার্য্য করা হইয়াছিল। কিন্তু ৫০ হাজারের মোকাবেলায় উসুলী মাত্র ২৩,২৪০ টাকা হইয়াছে। অবশ্য ৭৪ সনের মোকাবেলায় ৭৫ সনে কিছু টাকা বাড়তি আদায় হইয়াছে। কেননা পূর্ববর্ত্তী সালে ২৩, ১৩৫, টাকা আদায় হইয়াছিল, এবং ৭৫ সালে ২৩, ২৪০, টাকা হইয়াছে। ইহা বিগত বৎসর অপেক্ষা বেশী। কিন্তু খোদাতায়ালার ফজলে আতফাল (অনুর্ধ ১৫ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাগণ) যেমন হাজার হাজার সংখ্যায় প্রত্যেক বৎসর বৃদ্ধিলাভ করে, তেমনি সেই সংখ্যানুপাতে তাহাদের উচিত ওক্‌ফে-জাদীদের চাঁদা আদায়ের দিকেও দৃষ্টি দেওয়া। তাহাদের মধ্যে শিশুসুলভ চেতনা-বোধেরও উন্মেষ ঘটে। সুতরাং দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাহাদের এমনভাবে গড়িয়া তোলা উচিৎ, যেন উক্ত কুরবানীর ক্ষেত্রে তাহারা তাহাদের বড়দের মোকাবেলায় পশ্চাদপদ না থাকে, বরং তাহারা যেন অগ্রগামী হয়।

এই হইল চাঁদার পরিস্থিতির বিষয়। আল্লাহ্‌তায়ালার উপর আমার যে ভরসা আছে এবং আমার সহিত তাঁহার যে ব্যবহার রহিয়াছে, তাহা দৃষ্টে আমি অর্থ বা চাঁদা আদায়ের বিষয়ে কখনও উদ্বিগ্ন নহি। কিন্তু যে দায়িত্ব আমাদের উপর ন্যাস্ত আছে, তাহা আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত না সমাপন করি, ততক্ষণ আমরা আল্লাহ্‌তায়ালার পূর্ণ ফজল ও অনুগ্রহের ওয়ারিশ হইতে পারি না— এ বিষয়ের প্রতি আমার ও আপনাদেরও চিন্তা-ভাবনা হওয়া উচিত।

আহ্‌মদী

৩০শে জুন—১৯৭৬ ইং

আপনারা হয়ত সালানা জলসার বক্তৃতা সমূহ হইতে আন্দাজ করিতে পারিয়াছেন যে, আমাদের এখন তরবীয়তের দিকে বিশেষভাবে জোর দেওয়ার প্রয়োজন এবং হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) বর্ণিত কুরআন করীমের তফসীর, সেই পবিত্র শিক্ষা যাহা তিনি কুরআন করীমের তফসীরের রঙে বর্ণনা করিয়াছেন, ব্যবহারিক জীবনের রীতি-নীতি (আদব-কায়দা) ও আখলাখ-চরিত্র এবং রূহানীয়তে উন্নতি লাভের প্রতি মনোনিবেশ করা বিষয়াদি এখন আপনাদের সামনে পূর্বাপেক্ষা বেশী-বেশী উপস্থিত হইবে এবং আপনাদিগকে আপনাদের ছেলে-মেয়েদিগকে উক্ত বিষয়গুলির গুরুত্ব বুঝাইতেও তাহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট করাইতে হইবে, এবং তাহাদিকে ধীরে ধীরে উহাদের অভ্যাস করাইয়া এমনরূপে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিতে হইবে, যেরূপে হযরত নবী করীম (সাল্লাল্লাহুর আলাইহে ও আলেহি ও সাল্লাম)-এর তরবীয়তের নীচে আসিয়া প্রথম যুগে একটি জামাত সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই যে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু:)-এর তরবীয়ত তুল্য আজ কোন তরবীয়ত হইতে পারে না। কিন্তু নবী করীম (সাল্লাল্লাহু:) তো রূহানীভাবে আজও সেই ভাবে জীবিত আছেন, যেভাবে চোদ্দশত বৎসর পূর্বে তিনি জীবিত ছিলেন, এবং তাঁহার দোওয়াসমূহ কেয়ামত পর্যন্ত উম্মতে-মোহাম্মাদীয়ার মুখলেসীন (—খাঁটী ব্যক্তিগণ)-এর জন্য জারী আছে। তিনি প্রত্যেক জামানার লোকের জন্য এবং সমগ্র উম্মতের জন্য অত্যন্ত বিপুল পরিমাণে দোওয়া করিয়াছেন, এবং আল্লাহ্তায়ালা তাঁহাকে বিপুল পরিমাণে সুসংবাদ দান করিয়াছেন। তেমনি সেই নেযাম, যাহা তাঁহার অনুগমন, তাঁহার 'উসওয়া' ও পবিত্র আদর্শ অনুসরণ এবং কুরআনের শিক্ষার অনুবর্ত্তিতার ফলে খোদাতায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করার নেযাম, যাহাকে আমরা তাঁহার 'কুওয়াতে কুদসিয়া' বা পবিত্রকরণ শক্তিও বলি, সেই নেযাম বা ব্যবস্থাপনা তো মৃত নহে, বরং উহা আজও জিবন্ত। কেননা,

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله - (ال عمران ٣ : ٣٢)

(অর্থাৎ, "বলিয়া দাও, যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহা হইলে আমার অনুগমন কর, তাহা হইলে আল্লাহও তোমাদিগকে ভাল বাসিবেন")— আয়াতের ধ্বনি যেভাবে সেই সময়ের মানুষ শ্রবণ করিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়িয়াছিলেন এবং উক্ত আদেশ পালন করিয়া খোদাতায়ালার প্রীতি ও ভালবাসার পাত্র হইয়াছিলেন, এই কুরআনী আয়াত মনসুখ (বা রহিত) হইয়া যায় নাই, বরং আজও এই আওয়াজ সেভাবেই আমাদের কর্ণ কুহরে আসিতেছে, আজও আমাদিগকে আমলের জন্য পয়গাম দান করিতেছ এবং আজও ইহা আমাদের নিকট শুভসংবাদ পেশ করিতেছে।

যাহাদের নিকট পার্থিব জীবনের উপকরণ সেরূপ থাকিত না, তাহারা বিলাসী হইত না অথবা সেদিকে তাহাদিগের একেবারেই মনোযোগ থাকিত না। মরা ঘোড়া বিলাসীতার ময়দানে কিভাবে লম্ফ-ঝম্প করিতে পারে?! কিন্তু যখন উপকরণের মধ্যে আসমানী হেদায়েত শামিল হইয়া যায় এবং যখন 'খোদাতায়ালা বলেন যে ইহা কর এবং উহা করিও না এবং উহা করিলে তোমার উপর আমার গযব নাজেল হইবে এবং আমার গযব তুমি বরদাস্ত করিতে পারিবে না, সুতরাং আমার গযব হইতে বাঁচিবার জন্য আমার হেদায়েত অনুযায়ী তোমার আমল করা কর্তব্য এবং মানুষ তদনুযায়ী আমল করে, তখন তাহার বরকতহীন জীবন, যাহা উত্তম আহার বিহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অতীব মনোহর, কল্যাণ বর্ষী, আদ্‌রনীয় ও জনসেবী জীবনে পরিবর্তীত হইয়া যায়।

পুনঃ মানুষকে যে মেধা শক্তি সমূহ দেওয়া হইয়াছে, উহাও وما اوتيتم من شئ "এবং তোমাদিগকে যাহা কিছু দেওয়া হইয়াছে"-এর অন্তর্ভুক্ত। এ সকলও আল্লাহ্‌তায়ালার পক্ষ হইতে আমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাদের সহিত যদি আসমানী হেদায়েত শামিল না হয়, তাহা হইলে এগুলিও শুধু পার্থিব জীবনের সম্বল বা পার্থিব উপকরণ সৃষ্টিকারী। মানুষের বুদ্ধি যেখানে খোদাতায়ালার ওহী ইলহামের আলোক হইতে বঞ্চিত, সেখানে সে এটমিক শক্তির সন্ধান লাভ ও উহার অধিকারী হওয়ার পর উহার ভ্রান্ত ব্যবহারের ফলে মানব জাতির ধ্বংসের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং মেধা শক্তি দেওয়া সত্বেও মানব আসমানী বরকত হইতে বঞ্চিত থাকার ফলে, তাহার মেধা শক্তি শুধু পার্থিব উপকরণ সৃষ্টিই করিয়াছে, একে অপরকে ধ্বংস করিবার পর নিজ নিজ রাজত্বকে মজবুত করিবার উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার সম্বন্ধ শুধু জাগতিক জীবনের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং আসমানী বরকত হইতে বঞ্চিত থাকার ফলে, আল্লাহ্‌তায়ালার প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়ার লক্ষণ সমূহ তাহাদের মধ্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

অতঃপর দেখ, মানুষকে নৈতিক শক্তি সমূহে ভূষিত করা হইয়াছে। বড় বড় দার্শনিক জন্মলাভ করিয়াছে। তাহারা নীতি সম্বন্ধে বহু পুস্তক লিখিয়াছে। কিন্তু সেগুলি অন্তঃসারশুণ্য। আমি অক্সফোর্ডে নীতি সম্পর্কীয় মজমুন পড়িতাম। বস্তুতঃ যে সকল পুস্তক অক্সফোর্ড, কেমব্রীজ এবং পাশ্চাত্যের ইউনিভারসিটি সমূহে অথবা রুশের ইউনিভার সিটি সমূহে অধ্যক্ষগণ সগৌরবে পড়াইয়া থাকেন, সেই পুস্তক সমূহ যখন ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকেফহাল বিজ্ঞ মণ্ডলি পড়েন, তখন আমাদের নিকট ওগুলি অন্তঃসারশুণ্য, রুচিহীন ও ভূয়া মনে হয়।

ঐ সকল লোকের চক্ষে নৈতিকতার সৌন্দর্য প্রচ্ছন্ন ছিল। উহার খোলসও পোকা

ওক্ফকারী সেচ্ছাসেবীগণ তিন মাসের জন্য এখানে (মর্কযে) আসিবেন এবং তিন মাসের একটি কোর্স সমাপন করিয়া স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাইবেন। তারপর তিন মাসের জন্য আবার আসিবেন এবং তিন মাসের আর একটি কোর্স পূর্ণ করিবেন। এই ধারায় তাঁহারা কমসে কম বর্তমান ওক্ফে জদীদের মুয়াল্লেমগণের পর্যায়ে শিক্ষাগত মানে উন্নতি লাভ করিবেন। অবশ্য, আমার দৃষ্টিতে ওক্ফে-জদীদের মুয়াল্লেমগণও জামাত আহ্মদীয়ার মুয়াল্লেম হিসাবে উপযুক্ত মনে উপনীত নহেন। যাহা হউক, প্রত্যেক গ্রাম ও প্রত্যেক জামাত হইতে ঐ প্রকারের ব্যক্তিগণ আগাইয়া আসুন, এবং যদি কোন ক্ষুদ্র জামাত হয়, তাহা হইলে উহার পার্শ্ববর্তী বড় জামাত হইতে যেন একাধিক ব্যক্তি নিজেকে পেশ করেন, এবং তাঁহাদের উপর এই জিম্মাদারী ন্যাস্ত করা হউক যে তাহারা সপ্তাহে নূনকল্পে একদিন পার্শ্ববর্ত্তী জামাতগুলিতে যাইবেন। উহার জন্য সপ্তাহের যে কোন একটি দিন নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। মোট কথা, সপ্তম দিনটি তাঁহারা নিকটবর্ত্তী জামাতকে দিবেন।

যদি উক্ত ওক্ফকারী সেচ্ছাসেবীগণকে তরবীয়ত ও শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদের গ্রাম বা জামাতে তো সব সময়ই প্রেম ও ভালবাসা সহকারে হযরত নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-এর হুস্ন ও এহ্সান (চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য এবং কল্যাণ)-এর তত্ত্ব-কথা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলের নিকট বলিবেন। তাহাদের হৃদয়ে নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর ভালবাসা সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের পূর্ণ বিশ্বাস উপলব্ধি করাইতে হইবে, এবং দৃঢ়ভাবে তাহাদিগকে ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওআলিহী ও সাল্লাম)-এর আনুগত্য এবং তাঁহার পবিত্র উসওয়া ও আদর্শের অনুসরণ ও অনুগমনের ফলশ্রুতিতে খোদাতায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করা কোন অতি মূল্যের সওদা নহে, বরং উহা অত্যন্ত সস্তা সওদাই বটে। আল্লাহতায়ালা ইসলামী শরীয়তকে, আমরা যাহার অনুসারী, এমন প্রকারের ধর্মের রূপ দান করেন নাই, যাহাতে এই দোওয়া শিক্ষা দেওয়া হয় যে, 'হে খোদা। আমাদিগকে শুধু পারলৌকিক নে'মত সমূহে ভূষিত কর' বরং আমাদিগকে এই দোওয়া শিখানো হইয়াছে :

ربنا اتنا فى الدنيا حسنة وفى
الاخرة حسنة وقنا عذاب النار -

(البقرة : ٢٠٢) (অর্থাৎ, "হে আমাদের রব! আমাদিগকে ইহজগতে কল্যাণ দান কর, পরকালেও কল্যাণ দান কর এবং আমাদিগকে আগুনের আযাব হইতে রক্ষা কর।") দুনিয়ার সকল প্রকার হাসানাত (কল্যাণ সমূহ)-এর ওয়ারিশ প্রকৃতপক্ষে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওসাল্লাম)-এর কল্যাণে তাঁহার অনুসারীগণই, এবং তাঁহারা ইহা জানেন যে, দুনিয়ার 'হাসানাত' (কল্যাণ সমূহ)-এর

ব্যবহার ও প্রয়োগ এমনভাবে হওয়া উচিত যাহাতে মানুষ আল্লাহ্‌তায়ালার অসন্তুষ্টির পাত্র না হয়, বরং খোদাতায়ালার প্রীতি ও সন্তোষ ভাজন হয়।

ওক্‌ফে জদীদের নূতন উল্লিখিত দপ্তরের জন্য আমার এই খোৎবাতেই ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়। আমাদের মুবাল্লেগ, মুবাশ্‌শের ও মুয়াল্লেমগণও যেন জামাত সমূহের মধ্যে ইহার তাহ্‌রীক করেন যে, উল্লিখিত দীনি খেদমতের জন্য বন্ধুগণ আগাইয়া আসুন। এই দপ্তরের বিস্তারিত কর্মসূচী আমি এখন নির্ধারিত করিতে পারি না, উহা পরে অবস্থাও প্রয়োজন অনুযায়ী করা হইবে। এমনও কিছু বন্ধু হইতে পারেন, যাঁহারা প্রথমে শুধু এক মাসের জন্য আসিতে পারেন। তাঁহাদের জন্য দীনি কোর্স এইরূপহওয়া উচিত যাহাতে তাঁহারা দ্বিতীয় বার এক মাসের জন্য আসা পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইতে পারেন। সেই পরিমাণ শিক্ষা যেন আমরা তাহাদিগকে দান করি। কেননা ইসলামী আদাব ও আখলাক শিক্ষা দেওয়ার যে অভিযান এবং সালানা জলসায় যে মহান এল্‌মী জেহাদের ঘোষণা করিয়াছি উহাকে তো আমরা দুই এক দিনের মধ্যে পুরা করিতে পারি না, বরং উহার প্রস্তুতির ও পূর্ণ বাস্তবায়নের জন্য সময় লাগিবে। এবং উহার জন্য সজাগ ও সর্তক থাকিয়া কঠোর পরিশ্রম করিতে হইবে। কতক ভাল কাজ আরম্ভ করা হয়, কিন্তু কিছু দিন গেলেই উহাদের বিষয়ে মানুষ অমনোযোগী হইয়া পড়ে। যখন আমরা ছোট ছিলাম, তখন কাদিয়ানের আহ্‌মদীয়া চকে সিমেন্টের 'একটি বোর্ডের উপর হযরত মীর মোহাম্মাদ ইসহাক সাহেব (রাঃ) আদাব ও আখলাক সম্বন্ধে হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর হাদিস লিখিতেন এবং এতদ্বারা মহিলা-পুরুষ সকলে জ্ঞান লাভ করিতে পারিত যে, আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু আলাইহেও সাল্লাম) এই বলিয়াছেন, তাঁহার উম্মতের নিকট ইহা চাহিয়াছেন যে, এই ভাবে যাইতে হয়, এই ভাবে পরিতে হয় ও এই রূপে কথা বলিতে হয়। অনেক সময় কোন কোন বন্ধু (বয়স্ক ব্যক্তি) অথবা কোন কোন তরুণ এমন কথা বলেন, যাহা বড়ই দুঃখ জনক হইয়া থাকে। সুতরাং সালানা জলসার এক সময়ে আমাকে ইহা বলিতে হইল যে, 'ওই' শব্দ যেন আর দ্বিতীয় বার কানে না আসে। এই শব্দটি যখন আমার কানে পড়িল, তখন আমি মনে মনে অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। এইভাবে মধ্যখানে কথা বলার আমার অভ্যাস নাই। কিন্তু আমি তখন সংবরণ করিতে পারিলাম না, কেননা জলসা চলিতেছে এবং জলসায় কোন আহ্‌মদী কাহাকেও 'ওই' বলিয়া উচ্চে স্বরে ডাকিবে ইহা তো বড়ই অসভ্যতার পরিচায়ক। কিন্তু ইহা সেই ব্যক্তির দোষ নয়। আমি 'এস্তেগফার' করিয়াছি—আমি ভাবিয়াছে যে, ইহা আমার ত্রুটি যে, সমস্ত

জামাতের সঠিক তরবীয়ত আমি কেন করিতে পারি নাই? অধিকন্তু, ইহা সমগ্র জামাতের ত্রুটি, কেননা তাঁহারা ইহার দিকে দৃষ্টি দেন নাই? যদি তাহাদিগকে বুঝানো হয় তাহা হইলে তাহারা ঐ রূপ করিবে না। সুতরাং উহার পর সেই শব্দ আর কানে আসে নাই। অবশ্য, একবার (জলসা গাহের) বাহির হইতে আওয়াজ আসিল। তখন আমি বাহিরে মানুষ পাঠাইলাম। কেননা, এখানে জলসার সময় দোকানদারদের মধ্যে অধিকাংশ এদিক-ওদিকের আঞ্চলের গয়র আহ্‌মদী লোক থাকে, যাহারা এখানে আসিয়া দোকান খোলে; তাহারা তাহাদের বিভিন্ন অভ্যাস সহকারেই এখানে আসে। এই বেচারাগণ তো দয়ার পাত্র, তাহাদিগকে কেহ বুঝাইবার বা বলিবার নাই। হয়ত তাহাদের অনুকরণে কেহ সেই শব্দটি (ওই) উচ্চারণ করিয়াছিল অথবা সে বাহির হইতেই ঐ অভ্যাস সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল।

মসজিদে হট্টগোল করার অনুমতি নাই। যখন খোৎবা হইতে থাকে, তখন কাহারো কথা বলার অনুমতি নাই। ইসলাম বসিবার, দাঁড়াইবার এবং মজলিসে আসিবার আদব কায়দা শিক্ষা দিয়াছে। এই সব ছোট ছোট বিষয়। কিন্তু এই ছোট ছোট বিষয়ই ইসলামী সমাজকে এক ফুরকান বা সত্য মিথ্যার মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য সৃষ্টিকারী এক রূপ দান করিয়াছে এবং ইসলামী সমাজকে অনৈসলামিক সমাজ হইতে পৃথক করিয়া দেখাইয়াছে। বাহ্যতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এই বিষয়গুলি ফলাফলের দিক হইতে ক্ষুদ্র নয়, বরং অতীব মহান। উপরন্তু একজন মুসলমানের, একজন আহ্‌মদীর গর্ব বোধ করা উচিৎ যে, নবী আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁহার দোওয়া ও পবিত্রকরণ শক্তি (কুওয়াতে কুদসীয়া) এবং আল্লাহ্‌তায়ালা প্রদত্ত কুরআনী তা'লীম (শিক্ষা)-এর দ্বারা আমাদিগকে মানবেতর অবস্থা হইতে সুসভ্য মানুষে পরিণত করিয়াছেন। অতপর আমাদিগের মধ্য হইতে অনেককে সুচরিত্রবান (বা-আখলাক) মানুষে পরিণত করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তারপর সুচরিত্রবান মানুষদিগের পক্ষ হইতে বহু জনকে খোদাপ্রাপ্ত (আধ্যাত্মিক) মানুষে পরিণত করিয়াছেন এবং তাঁহাদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া চলিয়াছে। মানুষ একই দিনে তো খোদাতায়ালার মাহ্‌বুব (প্রিয়) হইতে পারে না। ইহার জন্য তাহাকে অনেক কুরবানী দিতে হয়, অনেক দোওয়া করিতে হয়, অনেক মুজাহেদা (সাধনা) করিতে হয়, অনেক আত্ম-পর্যালোচনা (মোহাসেবায়ে নফ্‌স) করিতে হয় এবং নিজের প্রত্যেক উঠা-বসা ও ও কাজ-কর্মকে সজাগ বিবেক এবং সুদৃঢ় সংকল্প শক্তি সহকারে এক বিশেষ পন্থায় ও ছাঁচে ঢালিতে হয়। তারপর মানুষ সেই প্রকৃত মানুষে পরিণত হয়, যাহার সম্বন্ধে হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ) বলেন যে, এই রঙে আমার অনুবর্ত্তিতা করিবার ফলে

খোদাতায়ালাও তোমাদিগকে ভালবাসিতে আরম্ভ করেন। ইহা কত মহান নে'মত, যাহা আমাদিগকে দান করা হয়। আর আমি বলিয়াছি যে, এগুলি ক্ষুদ্র বিষয় বটে, কিন্তু ইহাদের সমষ্টি সমাজ সমূহের মধ্যে এক ফুরকান, এক স্বাতন্ত্রের শান পয়দা করিয়া দেয়। খোদাতায়ালা আমাদিগকে সঠিক বুঝিবার এবং পালন করিবার শক্তি ও সামর্থ দিন, আমরা যেন আমাদের প্রয়োজনসমূহ মোতাবেক অগ্রসর হই এবং আমাদের নিজদিগকে (দ্বীনের উল্লিখিত খেদমতের জন্য) পেশ করিয়া প্রথমে আমাদের নিজেদের ঘর (অভ্যন্তর)-কে ঠিক করি, যাহাতে আমরা সমগ্র জগতের জন্য দৃষ্টান্ত ও নেক নমুনা হই এবং সেই বাসনা, যাহা আমাদের অধিকাংশের হৃদয়ে দানা বাঁধিয়া আছে, সেই উদ্বেগ-উদ্দিপনা, যাহা অনেক সময় চাপা দেওয়া দুঃসাধ্য হয়, খোদা করুন, উহা যেন সত্বর পূর্ণ হয়, সফল হয়। অর্থাৎ আমাদের সহিত আল্লাহতায়ালার এই ওয়াদা যে, ইমাম মাহ্দী (আলাইহিস সালাম)-এর জামানায় ইসলাম সমগ্র জগতে সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর প্রাধান্য লাভ করিবে, এবং যদিও আজ হযরত মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)-কে গাল-মন্দ দানকারী দুনিয়ারই সংখ্যা গরিষ্ঠতা বিদ্যমান, তথাপি অবশেষে তাহাদের শুধু অধিকাংশই নহে বরং তাহারা সকলেই তথা সমগ্র মানব জাতি(সামান্য কিছু লোক ছাড়া) হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এঁর প্রীতি ও ভালবাসা লাভ করিবে এবং তাঁহার প্রেমে বিভোর থাকিবে। আমাদের এই আকাঙ্খা আমরা যেন সেই দিন স্বচক্ষে দেখি। খোদাতায়ালা আমাদিগকে এই শক্তি ও সৌভাগ্য দান করুন, আমরা যেন উক্ত মনোবাঞ্ছা বাস্তবে পূর্ণ হইতে দেখার জন্য আমাদের করণীয় দায়িত্ব ও জিম্মাদারী সমূহ পালন করিতে পারি।

ওক্‌ফে জদীদের জন্য আমি যে এক নূতন অধ্যায়ের উন্মোচন করিলাম, ইহার উদ্দেশ্যে ওক্‌ফে জদীদ প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং জামাতের জন্য আমি দোওয়া করি, আপনারাও দোওয়া করুন, আল্লাহতায়ালা যেন আপনাদিগকে এবং প্রত্যেক স্থানীয় জামাতকে উক্ত প্রকারের ব্যক্তিগণকে কোরবাণীর জন্য পেশ করিবার তওফিক দেন। ইহা নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর সুন্নত যে, উক্ত প্রকারের ব্যক্তিগণের দলসমূহকে তিনি তা'লীম ও তরবীয়ত দান করিতেন। উহা আমাদের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য। আমি কোন নূতন জিনিস আপনাদের সম্মুখে রাখিতেছি না। হযরত নবী করীম (সাঃ আঃ)-এর জামানায় প্রত্যেক অঞ্চল ও প্রত্যেক গোত্রের লোক আসিয়া দীন শিখিত, কোরআন শরীফের জ্ঞান আহরণ করিত, অতঃপর স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া যাইয়া অন্যদিগকে শিক্ষা দান করিত। আমরা ইহা কেন ভুলিয়া গেলাম? বড়ই দুঃখের বিষয়। যাহা হউক, দুনিয়ার প্রয়োজন এখন বাধ্য করিয়াছে এবং এই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে আমাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। দোওয়া ব্যতিরেকে আমরা ইহার বাস্তবায়নের সৌভাগ্য ও সামর্থ লাভ করিতে পারি না। সুতরাং দোওয়া করুন, যেন এই অভিযানকে সফল করার, প্রীতি ও ভালবাসার দ্বারা জগৎবাসীকে ইসলামী আদব-কায়দা এবং আখলাক-চরিত্রের শিক্ষা দেওয়ার ও রুহানী ময়দানে মানুষকে অগ্রসর করাইবার এবং আল্লাহতায়ালার প্রেম ও সন্তুষ্টি লাভ করিবার তওফিক জামাতকে তিনি শীঘ্র দান করেন। (সাপ্তাহিক বদর (কাদিয়ান) ১৮ই মার্চ ১৯৭৬ইং)।

অনুবাদ : আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ

নক্‌শায় হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর মে'রাজ

আমাদের প্রিয় প্রভূ ও নেতা হযরত মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহো আলায়হে ওয়া আলেহি ওসাল্লাম) মে'রাজে যমীন হইতে হযরত জীবরাইল (আ :)-এর সহিত রুহানী যাত্রা করিয়া যে ধারায় একের পর এক রুহানী আসমানে রুহানীভাবে অবস্থিত নবীগণের সহিত রুহানী সাক্ষাত করিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার দিকে রুহানী সফর করিয়াছিলেন, উহা হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) নকশায় যেভাবে অঙ্কন করিয়া দেখাইয়াছেন, উহার প্রতিকৃতি নিম্নে দেওয়া হইল :

আল্লাহ-তায়ালা

সিদরাতুল মুন্তাহা— হযরত মোহাম্মদ রসুল (সাঃ)
সপ্তম আসমান— হযরত ইব্রাহীম (আঃ)
ষষ্ঠ আসমান— হযরত মুসা (আঃ)
পঞ্চম আসমান— হযরত হারুন (আঃ)
চতুর্থ আসমান— হযরত ইদ্রিস (আঃ)
তৃতীয় আসমান— হযরত ইউসুফ (আঃ)
দ্বিতীয় আসমান— হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত ইয়াহ্‌য়ীয়া (আঃ)
প্রথম আসমান— হযরত অদম (আঃ)

যমীনের অধিবাসীগণ

[তফসীরে কবীর, ষষ্ঠ জিলদ, ৪র্থ জুয, তৃতীয় হিস্‌সা, ৪৯৬ পৃষ্ঠা]

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত চিত্রে আল্লাহ্‌তায়ালার দিক হইতে তাকাইলে হযরত মোহাম্মদ রসুল (সাঃ) তাঁহার সর্বাপেক্ষা নৈকট্য প্রাপ্ত এবং রুহানীয়তের সর্ব উচ্চ শিখরে প্রথম স্থানে অধিষ্ঠিত এবং যমীন হইতে অর্থাৎ সাধারণ মানুষের দিক হইতে তাকাইলে হযরত আদম (আঃ) রুহানীয়তের সর্ব নিম্ন এবং প্রথম ধাপে অবস্থিত এবং হযরত মোহাম্মদ রসুল (সাঃ) রুহানীয়তের সর্ব শেষ ও উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। হযরত আদম (আঃ) হইতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) পর্যন্ত নবীগণের রুহানী উর্ধগমন এবং অবস্থান তাঁহাদের পার্শ্বে লিখিত আসমান পর্যন্ত, তদউর্ধে নহে এবং তাঁহাদের কেহই সিদরাতুল মুন্তাহা পর্যন্ত যাইতে পারেন নাই এবং যান নাই। উক্ত চিত্রে হযরত জীবরাইল (আঃ)-এর সহিত হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর রুহানী সফরের নক্‌শা দেওয়া হইয়াছে। হযরত জীবরাইল (আঃ) সিদ্‌রাতুল মুন্তাহায় থাকিয়া যান এবং হযরত রসুল করীম (সাঃ) একাকী আগে বাড়িয়া আল্লাহ্‌র আরশে পৌঁছিয়া আল্লাহ্‌তায়ালার সহিত বাক্যালাপ করেন।

সুরা আল্ আসরের "কাল"-সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর একটি কাশ্‌ফ

(ক) এক সময় আমি আদমের পয়দায়েশের সন সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিতেছিলাম ; আমাকে এই ইংগিত দেওয়া হইল যে, সেই সংখ্যাগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করো, যাহা সুরা আল্-আসরের অক্ষরসমূহের মধ্যে আছে, কেননা উহার মধ্য হইতেই ঐ তারিখ পাওয়া যাইবে।

(খ) খোদাতায়ালা আমাকে একটি কাশ্‌ফের মাধ্যমে এত্তেলা দিয়াছেন, সুরা আল্-আসরের সংখ্যাগুলিতে আব্‌জদের হিসাব মোতাবেক জানা যায় যে, হযরত আদম (আঃ) হইতে আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের মোবারক আসর পর্যন্ত যাহা নবুওতের কাল অর্থাৎ ২৩ বৎসরের সেই তামাম ও কামাল যামানা যাহার সবটুকু লইয়া দুনিয়ার শুরু হইতে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর ওফাতের দিন পর্যন্ত চান্দ্র হিসাবে ৪৭৩৯ বৎসর।

* * * সৌর হিসাবে আদমের ৪৫৯৮ বৎসর পরে আমাদের নবী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম খোদাতায়ালার তরফ হইতে জাহির হইয়াছেন।

(তাজকেরা—নব সংস্করণ-১৭৯ পৃষ্ঠা)

হযরত আমীরুল মুমেনীন খলীফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর একখানি মোবারক পত্র

প্রিয় ভাই মোহাম্মাদ,

রবওয়া,
৭—৬—৭৬ইং

আস্‌সালামু আলাইকুম

আপনার প্রেরিত ১৪ই ও ১৭ই মে, ৭৬ ইং তারিখের পত্রগুলি পাইয়াছি।

আল্লাহতায়ালা আপনাদের সকলের উপর তাঁহার আশীষসমূহ বর্ষন করুন এবং আপনাদিগকে তাঁহার সকল নেয়ামতে ভূষিত করুন।

° ° ° ° ° °

বাংলাদেশের আহমদীগণের তবলীগি তৎপরতার কথা জানিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়াছি। আল্লাহ্‌তায়ালা তাহাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে মহত্তর সাফল্যের মুকুটে বিভূষিত করুন। বিশেষতঃ বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার কথা জানিয়া আনন্দিত হইয়াছি।

আল্লাহ্‌তায়ালা বংলাদেশকে এই শুভাশীষ দান করুন, যাহাতে তাহারা হযরত মাহ্‌দী (আঃ)-এর ডাকে সাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমস্থান লাভ করে এবং অগ্রণী হয়। *

আপনার বিশ্বস্ত
মির্জা নাসের আহ্‌মদ

---

* বন্ধুগণ! আল্লাহ্ জাল্লা শানুহুর দরবারে কাতরভাবে বিগলিত চিত্তে সর্বদা দোয়ায় নিমগ্ন থাকুন যাহাতে আল্লাহ্ পাক আমাদিগকে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করিয়া অতি শীঘ্রই সেই মহান খোশ নসীবের অধিকারী করেন।

হযরত আমীরুল মো'মেনীন (আইঃ)-এর
সাম্প্রতিক তাহ্‌রিকাত

সম্প্রতি আমীরুল মুমেনীন হযরত হাফেয মির্যা নাসের আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (আইয়াদাহুল্লাহুতায়ালা বে নসরেহিল আযিয) জামাতের সামনে তিনটি তাহরিকের পুনর্ঘোষনা করিয়াছেন। ঐ সকল তাহ্‌রিকাত হইতেছে—

(ক) ওয়াক্‌ফে জাদীদের আধীনে প্রত্যেক জামাতে অনারারী মোয়াল্লেম নিয়োগ (খ) ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদার হার বৃদ্ধি এবং (গ) মজলিসে এরফান অর্থাৎ প্রতি গৃহে প্রত্যহ ধর্মতত্বমূলক আধা ঘণ্টা আলোচনা বৈঠক।

হুজুর আকদাস (আইঃ) ওয়াক্‌ফে জদীদে পূর্বাপেক্ষা বেশী বেশী অংশ গ্রহণ করিবার বিশ্বের সকল শাখা জামাতের সকল সদস্যের প্রতি নির্দেশ দান করিয়াছেন। প্রতিটি পরিবারের মধ্যে দৈনিক কমসে কম আধা ঘণ্টা হইলেও পরিবারের বাচ্চা-বৃদ্ধ সকল সদস্য একত্র বসিয়া ধর্মালোচনা করিবার জন্য হুজুর (আইঃ) পুনরায় আহ্বান জানাইয়াছেন। এবারের মজলিসে মুশাওয়ারাতের এক ফায়ছালায় ওয়াক্‌ফে জদীদের মাথাপ্রতি বাৎসরিক নিম্নতম চাঁদার হার ৬ টাকার স্থলে ১২ টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। হুজুর (আইঃ) ফায়ছালা মঞ্জুর করিয়াছেন এবং জামাতকে সেইভাবে চাঁদা দেওয়ার নির্দেশ দান করিয়াছেন। অন্য এক তাহরিকে হুজুর (আইঃ) স্থানীয়ভাবে শাখা জামাতের মধ্যে কাজ করার জন্য প্রতি জামাত হইতে অন্ততঃ পক্ষে একজন করিয়া অনারারী মোয়াল্লেম হইবার আহ্বান জানাইয়াছেন। এই সকল অনরারী মোয়াল্লেমকে তাঁদের নিজস্ব জামাত ও আশে-পাশে জামাতে তালিম তরবিয়ত এবং তবলীগের কাজ করিতে হইবে।

আশা করি, হুজুর আকদাস (আইঃ)-এর এই সমস্ত বরকতময় তাহারিক যথারীতি অনুশীলন করিয়া খোদাতায়ালার কাছে অশেষ আশীষ ও পুরস্কারের ওয়ারেস হউন। আল্লাতায়ালা আমাদের সকলকেই সেই তওফিক দান করুন। আমীন।

শুভ বিবাহ

নোয়াখালী জেলার ফাজিলপুর নিবাসী জনাব সিদ্দীক আহমদ সাহেব-এর পুত্র জনাব জয়নাল-আবেদিনের সহিত কুমিল্লা জিলার শ্রীধরপুর নিবাসী জনাব আবদুল আজীজ সাহেবের কন্যা মোসাম্মাৎ রমুজা খাতুনের এক হাজার পাঁচশত টাকা দেন মোহর ধার্যে গত ৮।৫।৭৬ইং তারিখে কন্যালয়ে শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হয়। বন্ধুগণ উক্ত বিবাহ বরকত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে দোওয়া করিবেন।

নারায়নগঞ্জ জামাতে ইয়াওমে ওয়ালেদাইন উদযাপিত

না'গঞ্জ, ২০শে মে,' ৭৬। অদ্য রোজ রবিবার বাদ আসর নারায়নগঞ্জ জামাতের উদ্যোগে জামাতের স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে 'ইয়াওমে ওয়ালেদাইন' অর্থাৎ জনক-জননী দিবস খোদার ফজলে সাফল্যের সহিত উদযাপিত হইয়াছে। এই দিবসে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মহতারম আমীর সাহেব (সাল্লামাহু), জামাতে আহ্‌মদীয়া, বাংলাদেশ।

কোরআন করীম তেলাওৎ ও নযম পাঠের মাধ্যমে সভার কাজ শুরু হয়। তেলাওৎ ও নজম পাঠে অংশ গ্রহণ করেন যথাক্রমে শরীফ আহমদ, আতিকুল ইসলাম ও জাফর আহমদ (খোদ্দাম)। সভায় বক্তৃতা করেন সর্বজনাব মৌঃ আনওয়ার আলী, মৌঃ মাসুদুর রহমান, শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান, মৌলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী, মৌঃ ভিজির আলী (জেনারেল সেক্রেটারী বাঃ আঃ আঃ) এবং মৌ, আঃ খালেক সাহেবান। সভায় একটি ইমান তাজাকারী, নসিহত ও নির্দেশমূলক বক্তৃতাদান করেন মহতারম আমীর সাহেব। সকল বক্তাই সন্তান-সন্ততির তালীম ও তরবিয়তের ব্যাপারে পিতামাতার গুরুদায়িত্বের উপরে আলোকপাত করেন। মহতারম আমীর সাহেব যামানার বর্তমান অবস্থা, এবং জামাতে আহ্‌মদীয়া তথা ইসলামের আসন্ন বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সকলের সীমাহীন দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা উল্লেখ করেন এবং নিরবছিন্ন ভাবে সংগ্রাম ও কোরবানী পেশ করিয়া যাইতে আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদেরকে পূর্ণ মুসলমান হইতে হইবে। লোকেরা যেন আমাদেরকে দেখিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয় যে, হাঁ, ইহারাই খোদাতায়ালার জামাত। এই জামাতের মধ্যেই খোদার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই জামাতই 'খোদা-নোমা' জামাত। তিনি হযরত আমীরুল মুমেনীন খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর সাম্প্রতিক তাহ্‌রীকাতের অনুশীলন করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। সম্প্রতি হুজুর আকদাস (আইঃ) নির্দেশ ঘোষণা করিয়াছেন যে, ওয়াকফে আরজি, ওয়াকফে জদীদ এবং প্রতি গৃহে প্রতিদিন 'মজলিসে এরফান' (ধর্ম তত্ত্বমূলক আলোচনা বৈঠক) অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সকল আহমদীকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর দৃঢ়তার সহিত সক্রিয় হইতে হইবে। এ ব্যাপারে মহতারম আমীর সাহেব বিশেষ তাকাদা দান করেন এবং এই জামাতের মধ্যে নব উদ্দীপনার সাড়া দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।

সভাশেষে পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠান হয়। এই জামাতে সম্প্রতি গৃহীত তালিমী পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার দান করা হয়। পুরস্কার বিতরণ করিয়া মহতারম আমীর সাহেব (সাল্লামাহু) দোয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। সভায় উপস্থিত সকলকেই চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

আহমদী রিপোর্ট

সংবাদ

টাইফুন ও ঝন্‌ঝা

গতমাসে জাপান হইতে ২৯০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত গোয়াম দ্বীপে এক প্রলয়ংকরী টাইফুন (সামুদ্রিক তুফান) হইয়া গিয়াছে। গত ২১ শে তারিখে পরিবেশিত রয়টারের এক খবরে বলা হইয়াছে যে, 'পামেলা' নাম্নী এই 'সুপার-টাইফুন' এই দ্বীপের অসাধারণ ক্ষতি সাধন করিয়াছে। নব-দম্পতিদের মধুচন্দ্রিমা উদযাপনের এই দ্বীপে প্রবাহিত এই টাইফুনের গতিবেগ ছিল প্রায় দুই শত মাইল।

০ ম্যানিলা হইতে পরিবেশিত এক সংবাদে বলা হইয়াছে যে, 'অলগা' নাম্নী টাইফুনের কবলে পড়িয়া উত্তর ফিলিপাইন বিধ্বস্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। বহু সংখ্যক লোক হতাহত হইয়াছে। এই টাইফুনের গতিবেগ ছিল প্রায় সোয়াশ' মাইল। প্রেসিডেন্ট মার্কস ম্যানিলা সহ লুজন এলাকাকে দূর্গত অঞ্চল হিসাবে বর্ণনা করিয়া জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

০ 'অলগা' ঝড়ে বিধ্বস্ত ম্যানিলা, লুজন ও অন্যান্য ফিলিপাইনী দ্বীপ সমূহে তুফানের পর প্রবল ঝড়-বৃষ্টি ও প্লাবন দেখা দেয়। ফলে, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ভীষণ বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া অবিরাম ঝড় ও প্লাবনে জীবন যাত্রা দারুণ ভাবে দুর্বিসহ হইয়া উঠে।

০ 'অলগা' ঝড় দক্ষিণ চীন সাগরের দিকে সরিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইলেও ঝড়টি একের পর এক দ্বীপকে বিধ্বস্ত করিয়া আবর্তিত হইতে থাকে।

০ গোয়াম দ্বীপের জনজীবন বিপর্যস্ত করিয়া পশ্চিম মুখে অগ্রসরমান সুপার-টাইফুন পামেলা ঘণ্টায় প্রায় ৭০ মাইল গতিবেগে ফিলি পাইনের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। ফলে, সেখানেকার মানুষের মনে নতুন করিয়া আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

০ ভারতের সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট উপকূলে প্রবল সামুদ্রিক তুফান ও জলোচ্ছাস হইয়াছে। প্রাথমিক খবরগুলিতে এই তুফানের গতিবেগ ১০০ কিলোমিটার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বেশ কিছু সংখ্যক হতাহতের খবরও দেওয়া হইয়াছে।

০ প্রকাশ, ইতালীর হউদাইন এলাকায় এবং সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার গাজলী অঞ্চলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছে।

০ ২৪ জুন শুক্রবার রাত্রে নিউ গিমিতে একটি প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়াছে। রিচার স্কেলে এই ভূমিকম্পের মাপ ছিল ৯,৮ পয়েন্ট।

০ সম্প্রতি প্রবল বারি পাতের দরুন ভূমি ধ্বসের ফলে জাপানে অন্ততঃ পক্ষে ২৪ ব্যক্তির প্রান হাকি ঘটিয়াছে। এবং বহু ব্যক্তি নিখোজ হইয়াছে।

ভূমিকম্প ও ভূমিধ্বস

গত মাসে ইউরোপে ইতালীসহ ছয়টি দেশে যে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে তাহার পরের সপ্তাহগুলিতে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় অনেকগুলি ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছে। চীনে ইতিমধ্যে এক ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান বিপুল বলিয়া জানা গিয়াছে। উল্লেখ্য যে, কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রগুলি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষয়তি প্রচায়ের ব্যাপারে দারুন রক্ষনশীলতা ও অনীহা প্রকাশ করিয়া থাকে। চীনের এই ভূমিকম্প ছাড়াও গত কয়েক দিনে জাপান, কুচ্ছ (ভারত), সুমদো (সিমলা) ইস্তাম্বুল, ইবদাইন প্রভৃতি অঞ্চলেও মৃদু ও মাঝারী ধরনের ভূমিকম্প হইয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ।

* নেপালে এক মারাত্মক ভূমিধ্বসে দেড় শত লোক প্রান হারাইয়াছে। হিমালয়ের এই রাজ্যে ইতিপূর্বে এই জাতীয় মারাত্মক ভূমিধ্বস খুব অল্পই হইয়াছে।

লাবাননে যুদ্ধ

বিগত চৌদ্দ মাস ধরিয়া লাবাননে খৃষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ভয়ঙ্কর গৃহযুদ্ধ চলিতেছে। বর্তমানে এই যুদ্ধবস্থা জটিল হইয়া উঠিয়াছে, রীতিতে যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সিরিয়ার (শাম) সৈন্য বাহিনী লাবাননে রাজধানী বইরুতের কয়েক মাইলের মধ্যেঢুকিয়া পড়িয়াছে। শান্তিরক্ষার খাতিরে প্রবেশকারী সিরীয় বাহিনীর সংগে বামপন্থী মুসলিম বাহিনীগুলি, ফিলিস্তিনী ও লাবাননী আরব বাহিনী গুলির প্রচণ্ড ট্যাংক ও মর্টারের লড়ই চলিতেছে। বৈরুতের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বন্ধ হইয়াছে। দক্ষিণ পন্থী খৃষ্টান বাহিনী সিরীয় বাহিনীকে সমর্থন করিতেছে। দক্ষিণ পন্থীরা ফ্রান্সসের সেনাবাহিনী পাঠাইবার অনুরোধ করিয়াছে। সোভিয়েত রাশিয়া সিরিয়াকে পূর্ণ সমর্থন দিয়াছে। রাশিয়া অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত ৭১টি যুদ্ধ জাহাজ ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। ইতিপূর্বেই, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের যুদ্ধ জাহাজ সমূহ ভূমধ্য সাগরে লাবাননের জলসীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মিসর সিরিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। মিশর ফিলিস্তীনী ও বাম পন্থী মুসলমানদেরকে সাহায্য করিতেছে। ইসরাইল তাহার ট্যাংক বাহিনীকে লাবানন সীমান্তে গোলান পর্বত এলাকায় মোতায়েন করিয়া পরিস্থিতি বিবেচনা করিতেছে। সিরিয়ার বিরুদ্ধে ফিলিস্তীনী ও লাবাননী আরব ছাত্ররা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাজধানীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছে। সোভিয়েত প্রধান মন্ত্রী কোসিজিন লাবানন যুদ্ধকে 'সিরিয়ার জন্য পরীক্ষার দিন' বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রার একটি ভূমিকম্প হইয়াছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতকে হত্যা করা হইয়াছে। একদিকে যুদ্ধবিরতির জন্য আরব লীগের জোর প্রচেষ্টা প্রচেষ্টা চলিতেছে। অপরদিকে লাবাননের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে গুলি বিনিময় অব্যাহত রহিয়াছে। মনে হইতেছে ঘটনাবলী ক্রমাগতভাবে জটিলতার দিকে ধারিত হইতেছে।

—শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

বিভিন্ন জামাতে খেদমতে-দীন

চট্টগ্রাম—১৮ই জুন, স্থানীয় খোদ্দামুল আহ্‌মদীয়ার উদ্যোগে বিভিন্ন কলেজে অধ্যায়নরত ছাত্রদের সবিশেষ তালীম ও তরবীয়তের উদ্দেশ্যে "আহ্‌মদীয়া ইন্টার কলেজিয়েট এসোসিয়েশন" কায়েম করা হয়। তেমনিভাবে বন্যা পিড়ীত এলাকায় ত্রাণ ও সেবা মূলক কাজের জন্য উক্ত মজলিসের পক্ষ হইতে একটি বিশেষ কমিটিও গঠন করা হয়।

উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্বে স্থানীয় জামাতের উদ্যোগে ২৭শে মে খেলাফত দিবস উপলক্ষে যথাযোগ্য মর্যদার সহিত সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঢাকা—২৭শে জুন, বাদ নামাযে-আসর দারুত তবলীগ মসজিদে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও তেজগাঁয়েরে খোদ্দামের যৌথ উদ্যোগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) কর্তৃক রচিত 'জরুরাতুল-ইমাম' গ্রন্থ অবলম্বনে এক মনজ্ঞ ও সারগর্ভ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে অংশ গ্রহণ করেন সর্বজনাব মাসুদুর রহমান (না'গঞ্জ), শফিকুল ইসলাম (না'গঞ্জ), মোঃ খলিলুর রহমান (নায়েব সদর), মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, মৌঃ মস্তফা আলী, মৌঃ মকবুল আহ্‌মদ খান সাহেবান। অতঃপর মৌঃ মাসুদুর রহমান, সেক্রেটারী তাহ্‌রীক জদীদ ও ওক্‌ফে জদীদ, বাঃ আঃ আঃ উভয় তহরীকের গুরুত্ব ও আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন এবং বলেন, অন্যান্য সকল জামাতেও উক্ত বিষয়ের গুরুত্ব বুঝাইয়া বক্তৃতাদি হওয়া এবং উভয় তাহ্‌রীকের চাঁদা যথারীতি ও শীঘ্র আদায়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করানো অত্যাবশ্যকীয়।

রিকাবী বাজার—৪ঠা জুন শুক্রবার বাদ জুমা স্থানীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে মাসিক আলোচনা সভা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জামাতের সেক্রেটারী মাল জনাব ডাঃ সিরাজুল ইসলাম সাহেব। সভাতে "ইমান, আমল এবং বিজয়" ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে সর্বজনাব মোঃ আখতারুজ্জমান, ফজল-ই-এলাহী (ঢাকা) এবং মোঃ মাহবুব হোসেন। প্রাক্তন কায়েদ জনাব আবদুর রউফ সাহেব বিপদে-আপদে আহমদীগণের জীবনে খোদার সাহায্য এবং আহমদীয়াতের সত্যতার নজির পেশ করেন।

সভায় জামাতের নিজস্ব মসজিদ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি তহবিল গঠন করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় এবং খোদার ফজলে উপস্থিতগণের মধ্য হইতে নগদ ২৬০ টাকা মসজিদ ফাণ্ডে জমা হয়। আল্‌হামদুলিল্লাহ্।

নারায়ণগঞ্জ: স্থানীয় মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে গত ৩১।৫।৭৬ ইং রোজ সোমবার বিকালে মাসিক সেমিনারের উদ্বোধন করা হয়। সেমিনারের আলোচ্য বিষয় ছিল হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)-এর 'তবলীগে হক' শীর্ষক বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ "আহ্বান" পুস্তিকা। ঐ সেমিনারে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন: জনাব মইনউদ্দিন আহমদ এবং জনাব জাফর আহমদ।

আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ:) তাঁহার "আইয়ুস সুলেহ্" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বূদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে, উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত, তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন শুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোট কথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহলে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কেয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না লা'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ্, পৃ: ৮৬ ৮৭)

Published & Printed by Md F. K. Mollah, at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman e Ahmadiyya,
4, Bakshibazar Road, Dacca -1
Phone No. 283635
Editor : A H Muhammad Ali Anwar